ড. সুলাইমান সাকির
মাকে
খুশী করার
১৫০
উপায়

মা'কে খুশি করার ১৫০টি উপায়

মূল
ড. সুলাইমান সাকির
রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মুফতী আবদুল মালেক
মুহাদ্দিস, মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসা
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ

মা'কে খুশি করার ১৫০টি উপায়

মূল
ড. সুলাইমান সাকির
রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মুফতী আবদুল মালেক

প্রকাশনা
২৮ [আটাইশ]

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

আমাদের কথা

মা। দুনিয়ার সবচেয়ে আপন এক ব্যক্তি। তার যে পরিমাণ সেবা সন্তানরা পেয়ে থাকে, তা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু আল্লাহ তাআলা মাকে ভালোবাসতে হুকুম করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ সে কথা মনে রাখে না। প্রায় সর্বত্রই মায়ের সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া যায়।

আজকের শিশু আগামী দিনের মা অথবা বাবা। প্রায় সবাইকেই মুখোমুখি হতে হয় একই সত্যের; একই বাস্তবতার। আজকে আমার মা-বাবার সাথে যে আচরণ করছি, কাল আমার সন্তানদের কাছ থেকে সে আচরণই পাওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ। ব্যতিক্রম বিরল।

মাকে খুশি করার ইচ্ছা থাকলেও অনেকে কৌশল বুঝে উঠতে পারেন না। আমরা তাদের জন্যই এই পুস্তকটি অনুবাদ করলাম। এর সহায়তায় একজন মানুষও যদি মাকে খুশি করতে সমর্থ হন, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
১৫ সফর, ১৪৩৮ হিজরী
(১৬/১১/২০১৬ ইং)

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ , نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরুদ ও সালাম প্রেরণের পর সমাচার হচ্ছে এই যে–

আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে করীমের বহু স্থানে নিজের হক ও অধিকারের সাথে মাতাপিতার হক ও অধিকারকে যুক্ত করে তাদের অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

এবং তোমার প্রভূ নির্দেশ প্রদান করেন যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করো। তোমার জীবদ্দশায় যদি তাঁদের কোন একজন বা উভয়জন বৃদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাঁদেরকে (কোন কারণেই) ‘‘উফ” শব্দটি পর্যন্ত বলো না। তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না। তাদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো। আর তাঁদের সামনে ভালবাসাবসত বিনয়ী হয়ে থাকো। আর দুআস্বরূপ বলো, হে প্রভূ আপনি তাঁদেরকে রহম করুন যেমন তাঁরা আমাকে ছোটকালে রহমের সাথে লালন-পালন করেছেন।

[সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩, ২৪]

আল্লাহ্ তাআলা তাদের সেবা ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে জান্নাত লাভের উপায় বানিয়েছেন।

তাইতো হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত একটি সহীহে হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ

ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক, ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক, ঐ ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক, সাহাবায়ে কিরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম জিজ্ঞেস করলেন, কোন ব্যক্তি হে আল্লাহর রাসূল! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি তার মাতাপিতা উভয়কে বা কোন একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। *[সহীহ মুসলিম]*

যদিও বহুসংখ্যক আয়াত ও হাদীসে মাতাপিতা উভয়ের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তবে কিছু কিছু হাদীসে বিশেষভাবে শুধু মায়ের মাহাত্ম্য ও তাঁর হক বেশী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, পিতার তুলনায় মাতা এককভাবে কিছু বেশী শ্রম ও কষ্ট সহ্য করে থাকেন, যেগুলোতে পিতা শরীক থাকেন না। যেমন, পেটে বাচ্চা ধারণ ও বহনের কষ্ট, বাচ্চা প্রসবের কষ্ট, লালন-পালন ও দুধ পান করানোর কষ্ট ইত্যাদি। এসব কারণে মাতাই সব মানুষের তুলনায় সেবা ও সদ্ব্যবহারের সবচেয়ে বেশী হকদার।

একবার রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন–

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম আচার-ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু

স্থান-কাল ও পাত্র উপযোগীটি নির্বাচন করে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে।

এ জন্য নয় যে, একই ক্ষেতে বারবার চক্কর খাবে অতঃপর নির্ধারিত অবস্থাতে হুবুহু রোপণ করতে বিরক্ত হবে।

আরো একটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন যে, এখানে সেবা-যত্ন ও সদ্ব্যবহারের যে পদ্ধতিগুলো বলা হবে, তা ছেলে-মেয়ে উভয় প্রকার সন্তানের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। তবে কিছু পয়েন্ট শুধু ছেলে বা শুধু মেয়ের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহ তাআলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে মাতা-পিতার খেদমত ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। আমাদেরকে এবং তাঁদেরকে সর্বোচ্চ জান্নাত তথা ফেরদাউসে একত্র করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে মাতাপিতার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফায়সালা করেন এবং স্বয়ং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করেন।

প্রারম্ভিক কিছু কথা

যাঁরা মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফীক লাভ করেছেন, তাদের অবস্থা নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখেছি, তাঁরা যে আমল করেছেন, তা মূলত সহজ-সাধ্য ও সল্প কাজ। তাঁরা মাতাপিতার সন্তুষ্টি অর্জনে যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, তাও সহজ-সাধ্য বিষয়। তাছাড়া এর মাধ্যমে তাঁরা পেয়েছেন আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ। এর জন্য তাঁদেরকে (সাধারণত) বিশাল বড় ধরনের কোন কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। আর না করতে হয়েছে খুব কঠিন পরিশ্রম। এর জন্য তাঁরা শুধু

সব সময় তিনটি বস্তু বহন ও ধারণ করেছেন। তাঁরা ধারণ করেছেন সমঝদার মন, হাস্যোজ্জল মুখ এবং এখলাস বা আল্লাহর সন্তুষ্টি। এগুলো প্রতিটি মুহূর্তে তাদের জন্য আহার ও পাথেয় যোগান দিত। ফলে সফলতা তাঁদের মিত্র হয়েছে, তাওফীক হয়েছে নিত্য সঙ্গী।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি, আমার চিন্তা-গবেষণা এবং আমার আশপাশের যে সকল মহান ব্যক্তি নিজ নিজ মায়ের সাথে প্রশংসাযোগ্য সদ্ব্যবহার এবং উল্লেখযোগ্য সেবা-যত্ন করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ। এখন আমি সেগুলো এখানে তুলে ধরছি, হয়তো বা সেগুলো আমাদের জন্য তাঁদের অনুকরণ করার উপাদান ও মাধ্যম হবে এবং আমরা তাওফীক প্রাপ্ত হব তাঁদের ধাচে চলার, তাঁদের পথ অবলম্বন করার এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার।

অতএব আপনাদের নিকট মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার ১৫০টি টিপস বা পদ্ধতি তুলে ধরছি। যদি আপনারা এ সময়ের মধ্যে এগুলোর সাথে যুক্ত করার মত কোন পয়েন্ট পেয়ে যান, তাহলে দয়া করে আমাকে অতিদ্রুত অবগত করবেন। আর যদি এর সাথে যুক্ত করার মত উপযুক্ত কিছু না পান, তাহলে আপনাদের এই অধম ভাইকে দুআ থেকে বঞ্চিত করবেন না।

সময় উপযোগী উপহার দিন

প্রতিটি উপযোগী সময়ে 'মা'কে উপযুক্ত উপহার-উপঢৌকন দিন। তাঁর নিকট উপহারটি পেশ করুন পুরোপুরি বাধ্য ও বিনয়ীরূপে। উপযোগী সময় বলতে যেমন ধরুন- দুই ঈদের দিন, ছেলে-মেয়ের বিয়ের দিন, ছেলে-মেয়ের কোন বিষয়েয় সফলতা অর্জন বা কৃতকার্য হওয়ার সময়, সফর বা ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে, শীতকালের শুরুতে, গ্রীষ্মকালের শুরুতে, কোন রোগ থেকে সুস্থতা লাভের পর ইত্যাদি সময়গুলোতে।

যা যা দিতে পারেন

আপনি যদি একজন চাকরিজীবি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার মাকে একটা স্বর্ণের নেকলেস বা চেইন বানিয়ে দিতে পারেন।

আপনার মা যদি বোরকা পরে থাকেন তাহলে ভালো দেখে নতুন একটি বোরকা কিনে দিতে পারেন।

প্রায় সব মায়েরাই হাতে বালা পরতে পছন্দ করেন। আপনার মাকেও এক জোড়া বালা বানিয়ে দিতে পারেন।

কোনো শপিং মল থেকে ভালো একটা হ্যান্ডব্যাগ কিনে দিতে পারেন।

শাড়ি বা প্রয়োজনীয় কোনো উপকরণও উপহার দিতে পারেন।

আরও অনেক বেশি ভালো হয় যদি আপনি মায়ের পছন্দের রেসিপিটি নিজ হাতে বানিয়ে মাকে খাওয়াতে পারেন। এর চেয়ে বেশি খুশি তিনি অন্য কিছু পেলেও হবেন না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্যও সন্তানকে আদেশ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

নবীজী বললেন–

তোমার মা; তোমার মা; তোমার মা। তারপর তোমার বাবা।

[সহীহ বুখারী : ৫৯৭১]
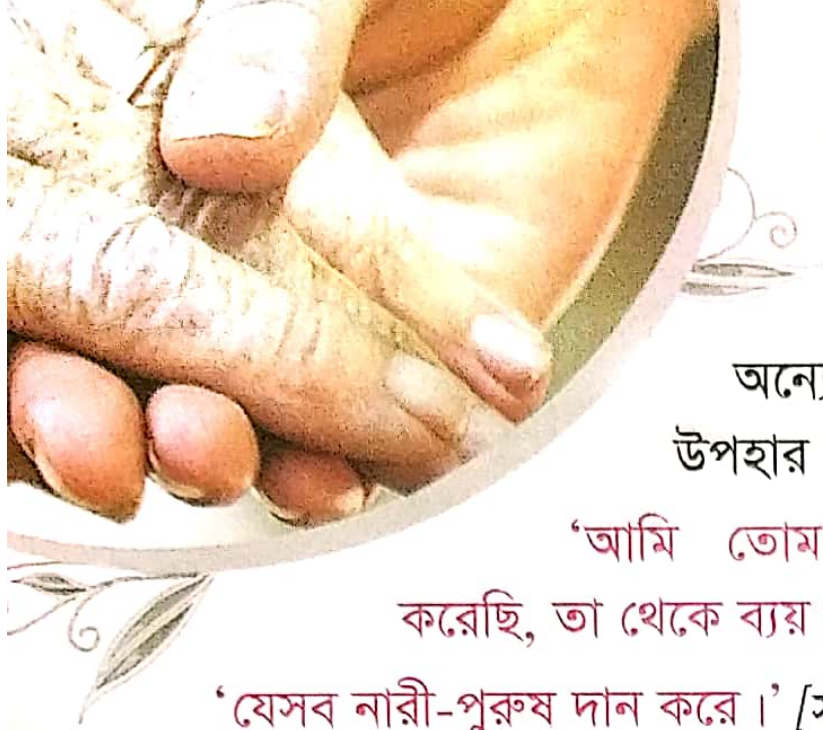
যে সকল বিষয় শান্তি বয়ে আনে এবং দুশ্চিন্তা পেরেশানী ও দুঃখ-দুর্দশা দূরে করে, তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও উপহার প্রদান করা অন্যতম।

'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।' *[সূরা বাকারা : ২৫৪]*

'যেসব নারী-পুরুষ দান করে।' *[সূরা আহযাব : ৩৫]*

'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের ন্যায়, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর তা দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট।' *[সূরা বাকারা : ২৬৫]*

'তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না।'
[সূরা বানী ইসরাঈল : ২৯]

কৃপণ লোকের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারা সর্বদাই অশান্তিবোধ করে। তারা এতটাই সংকীর্ণমনা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তাতেও তারা কৃপণতা করে। আল্লাহর রহমতের ভাগ নিতেও তারা ব্যয়কুণ্ঠ। তারা যদি জানতে পরত যে, মানুষকে দান করা কত ফযীলত ও সৌভাগ্যের বিষয়, তা হলে খুব দ্রুতই তারা তাতে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত।

'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।'
[সূরা তাগাবুন : ১৭]

'যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' *[সূরা হাশ্‌র : ৯]*

'আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।'

[সূরা বাকারা : ৩]

এক কবি বলেছেন–

'আল্লাহ তাআলা যা কিছু দান করেছেন, তা থেকে খরচ কর। ধন-সম্পদ ধার দেওয়া বস্তু। তোমার জীবন একদিন শেষ হয়ে যাবে। ধন-সম্পদ পানির মতো। যদি তার গতিপথ রোধ করে দাও, তা হলে পানি নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তাকে তার আপন গতি চলতে দাও, তা হলে তা নির্মল ও স্বচ্ছ থাকবে।'

বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ তার স্ত্রীকে প্রতিদিন বলতেন–

'মেহমানদের মেহমানদারীর জন্য অপেক্ষা কর। অপেক্ষা করে দেখ কোনো ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত মুসাফির আসে কি না।'

তিনি আরও বলতেন–

'যখন তুমি খাবার প্রস্তুত কর, তখন একজন মেহমানও খুঁজে এনো। কেননা, আমি তা একাকী খাব না।'

নীচের কবিতায় তিনি তার দর্শন ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

'আমাকে এমন একজন দানশীল ব্যক্তি দেখাও, যিনি [দান করে অভাবে পড়ে না খেয়ে] সময়ের সময়ের আগেই মারা গেছে। অথবা এমন একজন কৃপণ লোক দেখাও, যে [দান না করে, বরং ধন-সম্পদ জমা করে] চিরজীবী হয়েছে।'
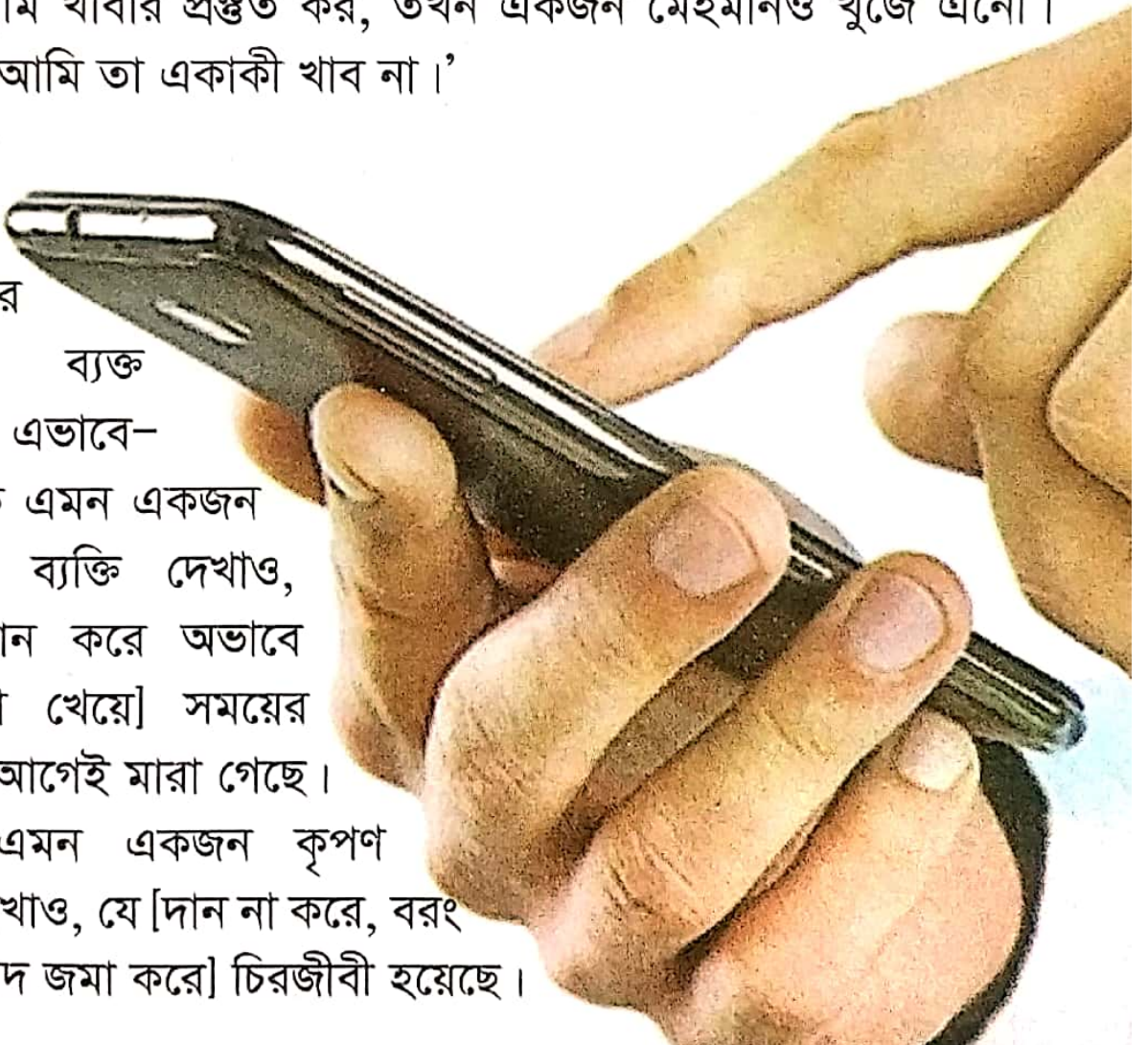
তা হলে আমার অন্তর শান্তি পাবে।'

যার অন্তর তাকদীরের ফায়সালার প্রতি পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে শান্তি, নিরাপত্তা, অল্পেতুষ্টি ও ধনাঢ্যতা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন; তার অন্তরকে স্বীয় মহব্বত, অনুরাগ ও তাওয়াক্কুলের জন্য একনিষ্ঠ করে দিবেন। পক্ষান্তরে যার অন্তর তাকদীরের ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে, তার অন্তরকে সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার বিপরীতমুখী গুণাবলি দিয়ে ভরে দিবেন।

(২)
একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলে দিন

মায়ের জন্য একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলুন। সে একাউন্টে সকল ছেলে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় টাকা রাখবে। যাতে করে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মাধ্যমে মায়ের প্রয়োজনগুলো পুরা করা যায়, আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ ব্যবস্থা করা যায়। যেন কোন প্রয়োজন পুরা করতে সন্তানদের থেকে টাকা চাইতে না হয়।

মা যদি কোন চাকরিজীবীও হন, তবুও তাঁর সেবার জন্য এ পদ্ধতিতে কাজ করা চাই। কেননা, মা এটা দেখতে পছন্দ করেন যে, তাঁর ঐ পরিমাণ টাকার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সন্তানেরা তাঁর খেদমতের জন্য কতটুকু ভূমিকা পালন করে।

(৩)

বয়সের প্রতি খেয়াল রেখে আচরণ করা চাই

'মা' কথাটি ছোট্ট, কিন্তু এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। 'মা' ডাকের চেয়ে মধুর নাম পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা 'মা' সৃষ্টি করেছেন বিশেষ গুণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে। 'মা' হচ্ছেন একজন সন্তানের পৃথিবীতে আসার উৎস, অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। 'মা' শব্দটির কোনো বিকল্প নেই একজন সন্তানের কাছে।

সন্তান জন্ম নিয়েই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে মাকে কাছে পায়। মায়ের মন তখন ভরে ওঠে অনাবিল আনন্দে ও শান্তিতে।

'মা' তাঁর আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে বুকে জড়িয়ে নেন। 'মা' হচ্ছেন তিনি যিনি অন্য সবার স্থান পূরণ করতে পারেন, কিন্তু মায়ের স্থান কেউ পূরণ করতে পারে না। এজন্য বলা হয় সৃষ্টির সেরা উপহার 'মা'।

সন্তানদের জন্য সমীচীন হচ্ছে মায়ের জীবনে বয়সের বিভিন্ন স্তর বুঝতে চেষ্টা করা। বয়সের যে স্তরে যে ধরনের আচার-ব্যবহার তাঁর জন্য প্রয়োজন সে ধরনের আচার-ব্যবহার করা। কোন অবস্থাতেই তাঁকে কষ্ট না দেওয়া।

মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ্ তায়ালা মা-বাবার হকসমূহকে নিজের হকের অনুগামী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারো এবাদত করো না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করো।' [সূরা ইসরা : ২৩]

তিনি মা-বাবার শোকরকে নিজের শোকরের সাথে যুক্ত করেছেন। বলেছেন, 'আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। [সূরা লুকমান : ১৪]

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার উভয় জাহানের কামিয়াবীর রাস্তা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রিযিক বৃদ্ধি পেলে এবং হায়াত বৃদ্ধি পেলে যে খুশি, সে যেন রক্তের সম্পর্ক (যথাযথভাবে) বজায় রাখে। [সহীহ বুখারী : ৫৯৮৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশরের ময়দানে অবাধ্য সন্তানের পরিণতির কথা বয়ান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তার দিকে তাকাবেন না।

কথা নির্বাচনে আগ্রহী হোন

মায়ের সাথে কথা বলার পূর্বে কোন কোন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করবেন বা কোন কথাটা বলবেন, তা নির্বাচন করে নেওয়ার প্রতি আগ্রহী হোন। যাতে করে আপনার মুখ থেকে এমন কোন বাক্য বা কথা বের হয়ে না যায়, যা শুনে আপনার মা কষ্ট পান। কারণ, কুরআনে কারীমে উহ শব্দটি পর্যন্ত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এর চেয়ে জটিল কিছু বলে কিভাবে মা জননীকে কষ্ট দিবেন, বলেন? আয়াতে তাঁদেরকে উহ-ও বলবে না। এখানে উহ শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়।

এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আলী রাযি. বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে উহ বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, যে কথায় মা সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

বরং মার সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, যেমন কোন গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

তার সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে।

(৫)
যখন সফর করার সংকল্প করেন

যখন সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন এ বিষয়ে খুবই যত্নবান থাকবেন যে, যাদের কে আপনি বিদায় জানাবেন, তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি যেন হয় আপনার মমতাময়ী মা। বিদায়কালের সর্বশেষ দৃষ্টি যেন তাঁর প্রতিই থাকে। পুরোপুরি তাঁর মুখামোখী হয়ে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান। বিদায়কালে যেন তিনি খুশী থাকেন। বিদায় নেওয়ার পূর্বে তাঁর কাছে একটু দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। সেই সাথে বাড়ী থেকে আপনার সর্বশেষ বের হওয়াটা যেন এই মায়ের কাছ থেকেই হয়, এ ব্যাপারে যত্নবান হোন। তাহলে মায়ের সেই দুআর বদৌলতে সৌভাগ্যবান হতে পারবেন, যে দুআ আল্লাহর অনুগ্রহে মাকবুল।

আর যদি আপনি অন্য এলাকায় থাকেন তাহলে যোগাযোগ করাই হচ্ছে এসব কাজের বিকল্প।

(৬)
যখন সফর থেকে ফিরে আসেন

যখন সফর থেকে ফিরে আসেন তখন আপনার জন্য একান্ত আবশ্যক হচ্ছে সর্বপ্রথম মায়ের সাথে সাক্ষাত করা। মায়ের সামনে গিয়ে তাঁকে সালাম দিবেন। তাঁর পাশে গিয়ে বসবেন। কুশল বিনিময় করবেন। ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করবেন।

সফর থেকে আপনার সহীহ-সালামতে ফিরে আসার ব্যাপারে তাঁকে প্রশান্ত করবেন। আপনার উপস্থিতির সময় সম্পর্কে তাঁকে পূর্বেই ভাল করে অবগত করবেন। যাতে করে তাঁর নিকট আপনার প্রবেশ যেন হঠাৎ করে না হয়। হতে পারে আপনার আনন্দদায় আচানক আগমন তার মধ্যে বিরূপ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ফলে এটা তাঁর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মায়ের সাথে বিলম্বে দেখা করার ইচ্ছা করবেন না। কিংবা এটাও মনে করবেন না যে, এখন দেখা করার উপযোগী সময় নয়; পরে সময় বুঝে দেখা করবো।

কারণ, কখন আসবে আপনার সেই সময়? এ দিকে তো আপনার মা স্থির থাকতে পারবেন না, তাঁর মন প্রশান্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ চোখে তাঁর ছেলে দেখতে না পারবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলের সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে তাঁর চক্ষু শিতল না হবে।

(৭)

সফরে দৈনিক যোগাযোগ বজায় রাখুন

সফরে থাকা অবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য হলেও দৈনিক মায়ের সাথে যোগাযোগ করার প্রতি যত্নবান হোন। আপনি কি জানেন? আপনার এই সমান্য সময়ের কথোপকথন তাঁর মন আনন্দে ভরে দিবে। তাঁর মনের দুঃচিন্তা ও ভয়ভিতি বিদূরিত করবে। পেরেশানি তাঁর কাছে ভিরতে পারবে না। আপনি কোথায় আছেন, কী করছনে, অল্প সময়ে তার সাথে শেয়ার করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে চায় তার রিযিকে বরকত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন মিলিত করে। *[সহীহ বুখারী : ৫৯৮৫]*

(৮)

মায়ের সাথে দৈনিক সাক্ষাৎ করো

যখন আপনি নিজ এলাকায় থাকেন এবং পার্থিব ব্যস্ততা আপনাকে মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করা ও স ভাব বজায় রাখা থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়, তাহলে এ সময়গুলোতে আপনি প্রতিদিন মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এতেও তাঁর কিঞ্চিৎ হক আদায় হবে। আর এ ব্যাপারেও আপনাকে আগ্রহী হতে হবে যে, তাঁর সাথে এই সাক্ষাৎ যেন

তাঁর মহব্বতের পরিমাণ ও তাঁর মর্যাদাপূর্ণ স্তর উপযোগী হয়। সুতরাং কেউ যেন এমনটি না করে যে, খুব তড়িঘড়ি করে মায়ের নিকট আসল তারপর সাথে সাথে চলে গেল। অথবা এসে সালাম করল আর বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকল ও অস্থির হয়ে গেল। বরং মায়ের হক তো এর চেয়ে অনেক বেশী, অনেক বড়।

(৯)
মা যদি অন্য এলাকায় থাকেন

মা যদি অন্য এলাকায় থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর সাতে দৈনিক যোগাযোগ বজায় রাখবেন। কোন কারণবশতই তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবেন না। আপনি তাকে কল করে অথবা ম্যাসেজ করেও যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন।

(১০)
মাকে দেওয়ার অন্যতম বস্তু

মাকে আমরা যা কিছু দিয়ে থাকি, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মা যাদেরকে ভালবাসেন এবং যাদের সাথে মায়ের আত্মীয়তা বা নৈকট্যতা রয়েছে, আমরাও তাদেরকে ভালবাসবো, তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখব এবং তাদের নৈকট্যশীল হবো। আর মায়ের কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হচ্ছে তাঁর সন্তানগণ।
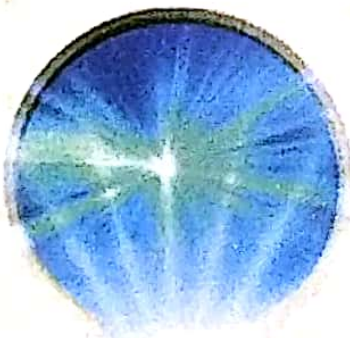
সুতরাং তাদের (নিজ ভাই-বোনদের) সাথে বিনম্র আচরণকারী হোন এবং তাদের প্রতি সদয়বান হোন। তাদের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করুন এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করুন। আপনি কি জানেন আপনার মা যারপর নাই আনন্দিত হবেন যখন তিনি দেখতে পাবেন, তার লালন-পালন ও প্রশিক্ষণের বৃক্ষ অতি উত্তম ও সুস্বাদু ফল ফলেছে।

(১১)
কপালে চুমু খাওয়া

সাক্ষাতের সময় মায়ের কপালে, হাতে এবং পায়ে চুমু খাওয়া। এটি মায়ের মন খুশী করার ক্ষেত্রে অনেক ফলপ্রদ। এটি একটি সূক্ষ্ম হকও বটে। এ স্থানে আমি ড. মাইসারা তাহেরের একটি উক্তি উল্লেখ করতে ভুল করব না। তিনি বলেন, আমি আমার মায়ের কপালে, হাতে ও পায়ে চুমু খেতাম। পরবর্তীতে আমার সন্তানেরাও আমার কপালে, হাতে ও পায়ে চুমু খেয়েছে।

(১২)
মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রতি মনোযোগ

মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং সময়মত তাঁর প্রয়োজন ও ইচ্ছা পূরণ করার প্রতি মনোযোগী হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে এটি মায়ের নৈকট্য অর্জন করার এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অধিক সহায়ক।

(১৩)
সন্তানদেরকে শিক্ষা দিন

আপনার সন্তানদেরকে আপনার মায়ের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কথা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিন। আর তা এভাবে যে, প্রথমে আপনি মায়ের যথাযথ সেবা ও তার সাথে সদাচারণ করুন। অতপর তাদেরকে দেখতে দিন যে, আপনি কিভাবে মায়ের খেদমত করছেন, কি সম্মান ও শ্রদ্ধা করছেন! তাহলে আপনার সাথে ও আপনার মায়ের সাথে তাদের অনুরূপ সদাচারণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য এটি অধিক উপযোগী হবে। সন্তানদের সাথে নিয়ে আপনি আপনার মার সাথে যে আচরণই করবেন, তারাও আপনার সাথে সেই আচরণই করবে। আপনার মা যখন দেখবেন আপনি আপনার সন্তানদের এসব শিক্ষা দিচ্ছেন তখন তিনিও খুশি হবেন। মন থেকে আপনার জন্য, আপনার সন্তানদের জন্য দোয়া করবেন।

(১৪)
অঙ্গীকার পূরণ

কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করবেন না। যখন যে অঙ্গীকার করবেন, তা পূরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। আর যদি তা পূরণ করতে পারবেন না বলে মনে করেন তাহলে সে বিষয়ের অঙ্গীকারই করবেন না।

(১৫)
প্রতিটি সফলতা কার অনুগ্রহে?

আপনার জীবনের প্রতিটি সফলতা ও কৃতকার্যতা প্রথমে মহান আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের সাথে তারপর মায়ের অনুগ্রহপূর্বক লালন-পালন ও শিক্ষদানের সাথে সমন্বযুক্ত করুন। (অর্থাৎ আপনি যখনই যে সফলতা অর্জন করেন, তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং মায়ের স্নেহযুক্ত উত্তম লালনপালন ও শিক্ষাদানের ফলাফল মনে করবেন এবং প্রকাশ করে যাবেন।) নিঃসন্দেহে তাতে মায়ের মনে গর্বিত ও সৌভাগ্যবান হওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হবে। সেই সাথে তাঁর মন আনন্দে ভরে যাবে। কারণ, তিনি দেখতে পাবেন যে, তার লালনপালনের ফলাফল বিরাট বিরাট সফলতা ও কৃতকার্যতা রূপে তাঁর সন্তানদের জীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ তো তাঁরই উত্তম লালন-পালন ও শিক্ষা-দিক্ষাদানের ফল। অতএব সন্তানদের প্রতিটি সফলতা, কৃতকার্যতা যেন মাতাপিতারই সফলতা, কৃতকার্যতা।

(১৬)

বিতর্ক করবেন না

কোন বিষয়ে মায়ের সাথে বিতর্ক করবেন না, চাই আপনারটাই সঠিক হোক না কেন। বরং আপনার মতামত উপস্থাপনের জন্য এবং আপনার চিন্তা-চেতনা তুলে ধরার জন্য কোন সহজ ও বিনম্র পদ্ধতি কাজে লাগান, যদি বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয় এবং তাতে কোন কল্যাণ থাকে। আর যদি শুধু অনর্থক বিতর্কের বিষয় হয় তাহলে এর থেকে বেঁচে থেকে তাঁর কামনা বাস্তবায়িত করা এবং তাঁর মত শুনে যাওয়া অতি উত্তম, গুরুত্বপূর্ণ ও উপযুক্ত। আর ধৈর্য ধারণ করুন।

ধৈর্য ধারণ করা ও সহ্য করতে পারা দৃঢ় প্রত্যয়ীদের গুণ। আপনি বা আমি যদি ধৈর্য ধারণ না করি, তবে আমাদের আর কীইবা করার আছে? ধৈর্যধারণ ছাড়া কি আমাদের আর কোনো উপায় আছে? এ ছাড়া কি আমাদের আর কোনো পথ আছে?

মহৎ ব্যক্তিদের বিষয় এমনই। তারা ধৈর্যের সাথে বিপদ-আপদের মোকাবিলা করেন। সুন্দরভাবে বালা-মসিবত কাটিয়ে ওঠেন।

(১৭)
খাটো করবেন না

কখনো মানুষের সামনে কিংবা ভাই-বোনদের সামনে মায়ের অভিমতকে খাটো করবেন না, চাই তিনি সেখানে উপস্থিত থাকেন বা না থাকেন। তাঁর মতকে খাটো করা গর্হীত কথা ও এমন আলোচনার অন্তর্ভুক্ত যা তিনি অপছন্দ করেন। তাছাড়া এটা মায়ের সাথে বেয়াদবিও বটে, চাই তাঁর উপস্থিতিতে হোক বা অনুপস্থিতিতে।

(১৮)
ছোট করবেন না

আপনার মা যদি জীবনের কোন বিষয়ে অনবগত থাকেন, তাহলে এ কারণে তাঁকে কখনো ছোট করবেন না কিংবা তাঁর মূল্যায়নহ্রাস করবেন না। বরং সেই বিষয়ে এমনভাবে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি করবেন, যেন আপনি নিজেই সে সম্পর্কে অজ্ঞ।
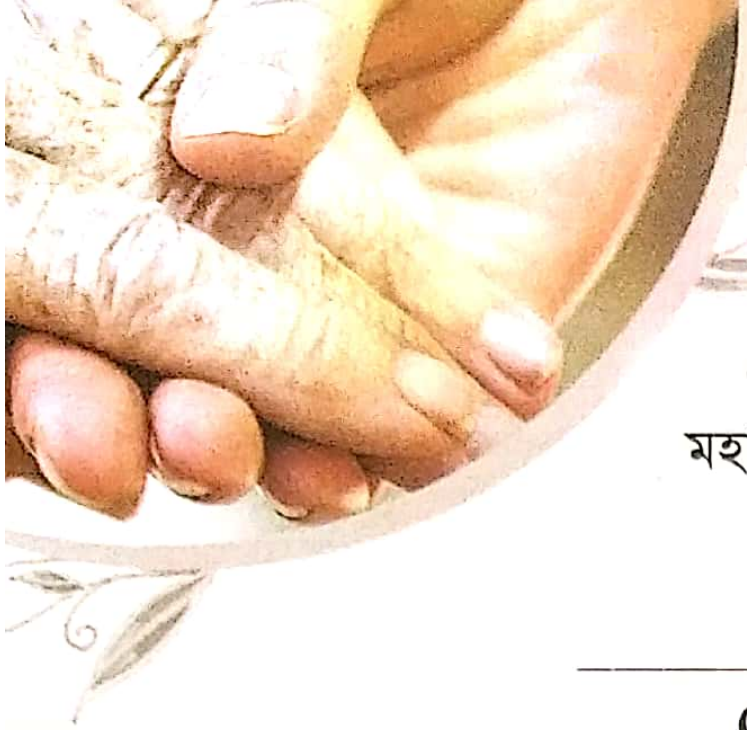
আল্লাহ বলেন, 'তুমি যা জানতে না, আল্লাহ তোমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ চির মহান।' *[সূরা নিসা : ১১৩]*

(১৯)

জোরে হাসবেন না

মায়ের সামনে উচ্চ আওয়াজে হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকবেন। উচুঁ আওয়াজে কথা বলবেন না। যখন তাঁর সামনে থাকেন, তখন বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাবেন না। যখন তাঁর মজলিসে থাকেন, তখন ক্রোধের দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন না। তাঁর উপস্থিতিতে ভ্রূকুঞ্চিত করবেন না। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে বস্তু বা বিষয় পছন্দ করেন, তাঁর সামনে সে বিষয়ের প্রতি আপনার অনিহা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না।

কেননা, এগুলি তাঁর উপরে প্রভাব ফেলে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে।

তবে পরিমিত ও সংযত হাসি– দুশ্চিন্তা, পেরেশানী ও হতাশার ঔষধি। আত্মিক প্রশান্তি ও মানসিক উৎফুল্লতায় হাসির ক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকরী। শুনে আশ্চর্য হবেন, হযরত আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমার আত্মার প্রশান্তির জন্য আমি হাসি।' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাসতেন। কখনও তাঁর মাড়ির দাঁত দেখা যেত।

তবে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। 'অতিরিক্ত হাসি দিলকে মেরে ফেলে।' মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

'সে তার কথা শুনে হেসে ফেলল।' *[সূরা নাম্‌ল : ১৯]*

তবে মনে রাখতে হবে, কাউকে অবজ্ঞা করা কিংবা হেয় করার জন্য হাসা যাবে না।

(২০)
তাঁকেই প্রথমে অবগত করুন

আপনার জীবনের আনন্দময় ও সৌভাগ্য অর্জনের সংবাদগুলো দুঃখিনী মাকেই প্রথমে অবগত করুন। আপনার (যথাপোযোগী) একান্ত বিষয়গুলো তাঁকে অবগত করুন, তাঁর সাথে শেয়ার করুন। নিশ্চয়ই এতে তাঁর ভিতর আনন্দ সঞ্চার হবে এবং তিনি আপনাকে তাঁর মনের আরো নিকটবর্তী করে নিবেন। আর তিনি মনে করবেন, আপনি সব সময় তাঁর এমন পুত্র হিসেবে থাকবেন, যার প্রতি তার মাতা বৃদ্ধাকালে মুখাপেক্ষী হন।

(২১)
সুস্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন

মায়ের সুস্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন। যখন তিনি বৃদ্ধা হয়ে যান, তাঁর (বৃদ্ধাকালীন) প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এনে দিবেন। যেমন ভর করে হাটার জন্য লাঠি, চোখের জন্য চশমা ও এ ধরনের আরো যত বস্তুসামগ্রী তাঁর প্রয়োজন হয়।

(২২)

মাসিক প্রোগ্রাম

মায়েয় জন্য প্রতি মাসে একটি প্রোগ্রাম করুন। এ প্রোগ্রামে তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হবে। যাতে করে তিনি শরীরের সুস্থতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

(২৩)

যে বয়সে যা প্রয়োজন

মায়ের যে বয়সে যেসব বস্তুর প্রয়োজন হয়, সে বয়সে সেসব বস্তুর যোগান দিতে হবে। যৌবনকালে তাঁর নির্দিষ্ট কিছু আবশ্যকীয় বস্তুর প্রয়োজন হবে, পৌঢ় বয়সে প্রয়োজন হবে অন্য বস্তু। সুতরাং বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে যা প্রয়োজন হয়, তা সে বয়সেই যোগার করে দিবে। এক কথায় তুমি তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন তিনি তোমার ছোটবেলার সাহায্যকারিনী ছিলেন।

(২৪)
যখন তিনি অসুস্থ হন

মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তাঁর ব্যথায় আপনিও ব্যথিত হোন, সমবেদনা প্রকাশ করুন। আর তিনি যখন স্বস্তি ও আরাম বোধ করেন, তাঁর সুস্থতা লাভের কারণে আপনিও আনন্দ প্রকাশ করুন। অসুস্থ থাকাকালে নিয়মিত তাঁকে ঝাড়ফুক করবেন। তাঁর ব্যথার স্থানে আপনার হাত রেখে আরোগ্যমূলক বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ পাঠ করে সেথায় দম করুন। এতে সেবা করাও হয়ে যাবে এবং আল্লাহ চাহেতো তিনি সুস্থতাও লাভ করতে পারেন।

(২৫)
সান্ত্বনা দিন

মায়ের অসুস্থতার সময় মাকে সান্ত্বনা দিন যে, অতিদ্রুত আপনি পূর্বের চেয়েও বেশী সুস্থ হয়ে যাবেন। এ সময়ে তাঁকে তাঁর মত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অবস্থার অবনতি সংক্রান্ত কোন সংবাদ শোনাবেন না।

তাঁকে কষ্ট দিতে পারে এমন সব ঘটনা তাঁর সামনে বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকুন। বরং তাঁর সামনে এমনটি আলোচনা করুন যে, অসুস্থতা মানব জীবনে আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ নীতি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং তাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। তাছাড়া এটা তো সামান্য সময়ের জন্য; অচিরেই আপনি পূর্বের চেয়েও বেশী সুস্থতা বোধ করবেন।

(২৬)

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে আসুন

মায়ের জন্য তাঁর অবস্থানের জায়গায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়ে আসুন। অথবা তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, যদি তিনি যেতে সক্ষম হন। আপনি ডাক্তারদের সাথে সমোঝতা করে নিন যেন তারা আপনার মাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করেন এবং এ কথা বলে সান্ত্বনা দেন যে, (চাচিআম্মা!) আপনার এ সমস্যা একেবারে নরমাল বিষয়; খুব শীঘ্রই সেরে যাবে।
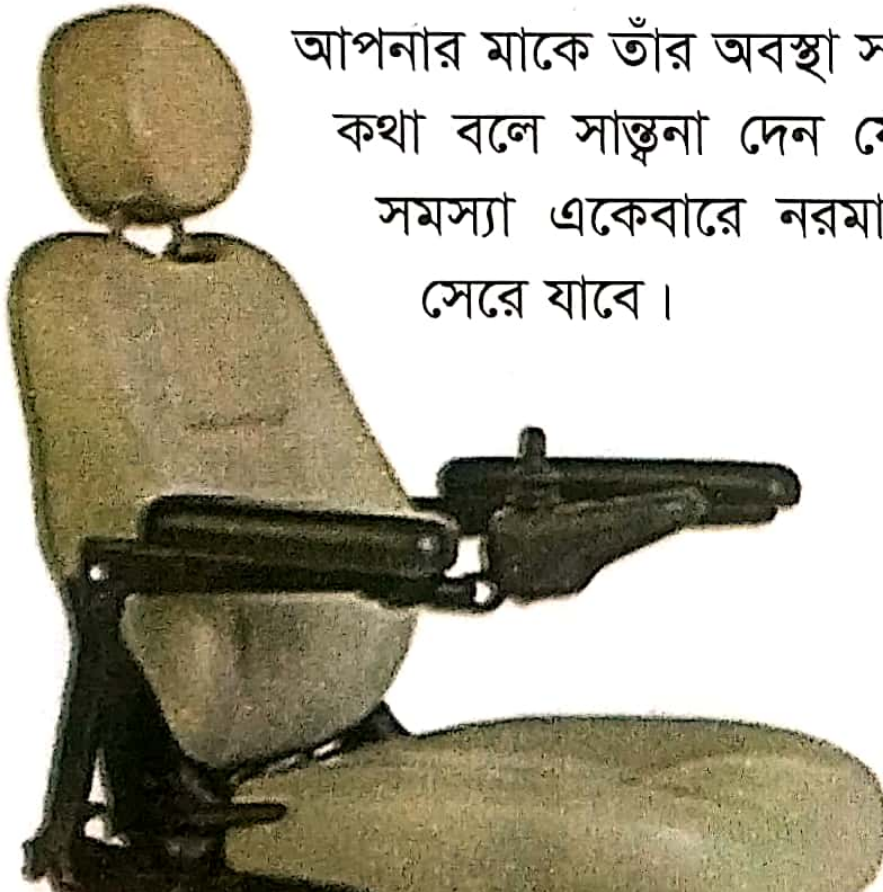
(২৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করুন

আপনার মাকে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করুন। তাঁকে তাঁর বান্ধবী ও নিকটাত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়ে যান। যাতে করে তাঁর মনে আনন্দ সঞ্চার হয়, আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা আরো বেড়ে যায় এবং প্রভূর আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পায়। অতি উত্তম হবে যদি তঁকে তাঁর আত্মীয়দের যথাপোযোগী হাদিয়া কিনে দেন, যাতে করে তিনি সেগুলো সাক্ষাতের সময় তাদের নিকট পেশ করতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে চায় তার রিযিকে বরকত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন মিলিত করে। *[সহীহ বুখারী : ১৯৬১]*

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

আল্লাহ তাআলা যখন সকল সৃষ্টির সৃজন শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার বন্ধন দাঁড়িয়ে বলল, এই হল আত্মীয়তার বন্ধন থেকে আপনার কাছে আশ্রয়প্রার্থনাকারীর স্তর?

প্রতিপালক বললেন, হাঁ...! আমি যদি তোমার বন্ধন মিলনকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি এবং তোমার বন্ধন কর্তনকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, তবে তুমি সন্তুষ্ট হবে?

সে বলল, হাঁ...!

বললেন, তবে সেটাই হবে!

[বুখারী : ৫৯৮৭]

(২৮)

একটি বিশেষ বাক্স রাখুন

মায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাক্স বা আলমারির ব্যবস্থা করুন। সেখানে তাঁর জন্য সব সময় বিভিন্ন প্রকার বিস্কুট, মিষ্টিদ্রব্য, ছোট ছোট হাদিয়া এবং কিছু খেলনা। এগুলো এ জন্য যে, যখন তাঁর নাতী-নাতনীরা তাঁর নিকট আসবে তখন যেন তিনি তাদেরকে সেগুলো দিতে পারেন। এর দ্বারা তাঁর প্রতি বাচ্চাদের মায়া-মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হবে।

(২৯)

মা যখন সফরে যান

আপনার মা যখন সফরে যান কিংবা দূরবর্তী কোন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন তাঁর সাথে (সম্ভব হলে দেখা করুন। দেখা করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে) যোগাযোগ করুন। মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছার আগ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে

তাঁর (সাথে যোগাযোগ করে তাঁর) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হোন। অতপর তাঁর অনুপস্থিতির দিনগুলোতে বারবার তাঁর সাথে যোগাযোগ করবেন। অল্পক্ষণ বা অল্পকথা দিয়ে হলেও তাকে আশ্বস্ত করুন; মা সুখ অনুভব করবে; সকল প্রকার সংশয়, দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

কেয়ামতের দিন প্রত্যেক আত্মীয়তার বন্ধন তার সাথীর কাছে এসে তার পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। যদি সে বন্ধন মিলিত করে থাকে তাহলে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আর যদি বন্ধন ছিন্ন করে থাকে তাহলে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। *[আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৩]*

(৩০)

সব ব্যথা বলতে নেই

মায়ের কাছে আপনার এমন সব পেরেশানির কথা বলবেন না, যেগুলো তাঁকে ব্যথিত করে। তাঁর কাছে এমন সব কষ্টের অভিযোগ করবেন না, যেগুলো তাঁর জন্য পিড়াদায়ক হয়। বরং (তিনি কোন কষ্টের বিষয় জেনে গেলে) তাঁকে বলুন যে, বিষয়টি একেবারেই সাধারণ। (এতে পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই।) আমি এ বিষয়ে চিন্তিত নই; বরং

নিশ্চিন্ত আছি। আল্লাহ তাআলা আমার এই পেরেশানি দূর করে দিবেন। আমি এক্ষেত্রে ভাল কিছু আশা করি।

(৩১)

বৈবাহিক সমস্যা প্রকাশ করবেন না

মায়ের কাছে আপনার দাম্পত্যজীবনের সমস্যাগুলো প্রকাশ করবেন না। তিনি একারণে বিচলিত হয়ে পরবেন। কেননা, যখন তিনি দেখবেন তাঁর কলিজার টুকরা ছেলে দাম্পত্য জীবনে বহু কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, তখন তিনি আবেগে ব্যাকুল হয়ে আপনার জন্য কোন সমাধান করতে যাবেন। যে কোন পন্থায় সমাধান বের করে আপনাকে জীবনে সুখী ও সৌভাগ্যবান দেখতে চাইবেন। (এতে করে তাঁকে অনেক কষ্ট ও মেহনত সহ্য করতে হবে।) সুতরাং তাঁর সাথে এবং আপনার জীবনের সাথে দয়াদ্র ও বিনম্র আচরণ এটাই যে, আপনার মা আপনার সমস্যার বিষয়গুলো থেকে অনেক দূরে থাকবেন।

আপনি আপনার সমস্যাসমূহকে লাগাম পড়িয়ে দিন। ওগুলোকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিবেন না। তা হলে ওগুলো মুক্ত হয়ে এদিক-সেদিক ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে অবাধ্য হয়ে যাবে। আপনি আর ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, বরং তারাই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আপনার সামনে দুশ্চিন্তা আর পেরেশানীর যাবতীয় ফাইল মেলে ধরবে।

আপনার জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘনা আর বালা-মসিবতের ইতিবৃত্ত খুলে বসবে। বেদনাবিধুর অতীত আর শঙ্কিত ভবিষ্যতকে টেনে আনবে। ফলে আপনি হয়ে পড়বেন হতাশ, হতোদ্যম। আপনার অনুভূতি লোপ পাবে, আগ্রহ হারিয়ে যাবে। আর এতে আপনার ও আপনার মার সমস্যা বাড়বে, কমবে না।

(৩২)

মায়ের সামনে বউয়ের বেশী প্রশংসা নয়

আপনার মায়ের সামনে বউয়ের বেশী প্রশংসা করবেন না। আপনার জীবনের বিবরণ অবগত করবেন না। বিশেষ করে আপনি স্ত্রীকে যা প্রদান করেন এবং স্ত্রী আপনাকে যা প্রদান করে, সে সম্পর্কে মাকে জানাবেন না। স্ত্রীর প্রতি যদি অধিক বিনম্র আচরণ হয়ে থাকে তাহলে মায়ের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হতে পারে। তিনি আশঙ্কা করতে পারেন যে, ছেলে এখন তাঁর পরিবর্তে অন্য জনকে গ্রহণ করেছে। তিনি কষ্ট করে ফসল রোপন করলেন, এখন অন্য জন এসে ফসল কেটে নিচ্ছে । সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং অন্যেদের হক নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হোন।

দাম্পত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ শ্বশুর-শাশুড়ী। পুত্রবধূর সাথে শ্বশুরের ওরকম লেনদেন থাকে না, যেরকম থাকে শাশুড়ীর। কিন্তু পুত্রবধূদের মুখে প্রায় সবসময়ই শ্বশুরদের প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য কথা যে, পুত্রবধূর মুখে শাশুড়ীর প্রশংসা তেমন একটা শুনতে পাওয়া যায় না। আবার শাশুড়ীর মুখেও

পুত্রবধূর তেমন একটা প্রশংসা শুনতে পাওয়া যায় না। আমার কাছে একটি বিষয় এখানে বুঝতে অসুবিধা হয়, তা হল একজন নারী আরেক জন নারীর দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করার কথা। এজন্য বউ-শাশুড়ী একজন আরেক জনের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টায় থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা এখন উল্টো। পুত্রবধূ শ্বশুরকে যতটা সমীহ করে, শাশুড়ীকে তা করে না। আবার শ্বশুরও পুত্রবধূর যতটা পক্ষপাতিত্ব করেন, শাশুড়ীকে তা করতে দেখা যায় না। এজন্য মায়ের সামনে বউরে বেশী প্রশংসা করা যাবে না।

(৩৩)

মাতাপিতার বৈবাহিক মতবিরোধে ফায়সালা

এমনিভাবে মায়ের সাথে আপনার সুসম্পর্কের সবটুকু স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করবে না। সব সময় মায়ের মর্যাদা সুউচ্চ রাখবেন। মায়ের সম্মান-মর্যাদা কমতে দিবেন না। মা ও বউয়ের মাঝে সম্পর্ক মজবুত করুন। তবে সব সময় মা ও বউয়ের মধ্যকার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন না। কেননা, প্রত্যেকেরই মান-মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব রুচিবোধ ও স্বভাব রয়েছে। আমাদের জন্য তার সাথে সেই অনুসারেই আচরণ করা দরকার। প্রত্যেকেরই হক বা অধিকার এবং আবশ্যকীয় কিছু বিষয় রয়েছে, যেগুলো ত্রুটিহীনভাবে আদায় করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

(৩৪)

দাম্পত্য কলহে রায় দিতে যাবেন না

আপনার মাতা-পিতার দাম্পত্য কলহের বিষয়ে রায় দেওয়া থেকে বেঁচে থাকুন। এ দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন নেই আপনার। বরং প্রকাশ্য নিরপেক্ষতাকে কাজে লাগান। আর পরোক্ষভাবে উপদেশ ও মিমাংসা করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

(৩৫)

খুঁত বের করতে যাবেন না

মায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ, অবয়ব, পছন্দ-অপছন্দ, মন-মেযাজ, রীতি-নীতি এবং কাজের পদ্ধতির মাঝে খুঁত বের করতে যাবেন না। তবে যদি আপনি মনে করেন যে, এগুলো একেবারেই প্রকাশ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে এবং আপনি আশঙ্কা করেন যে, অন্যরা এ ব্যাপারে খুঁত বের করবে ও দোষ ধরবে, তাহলে আপনার জন্য আবশ্যক হচ্ছে বিষয়টি মায়ের কাছে এমন হেকমতপূর্ণ পদ্ধতিতে পেশ করা, যাতে তিনি মনে আঘাত না পান এবং তাঁর দোযোম্মেচন না হয়। অন্যথায় তিনি ব্যথিত ও বিচলিত হবেন।

মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতি বিবিধ– কতগুলো বড়, কতগুলো ছোট। তবে যেমনই হোক, তার প্রতিকারবিধান সম্ভব।

তা ছাড়া ভুলত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে আমরা এমন পন্থা অবলম্বন করি, যা স্বতন্ত্র আরেক ভুল।
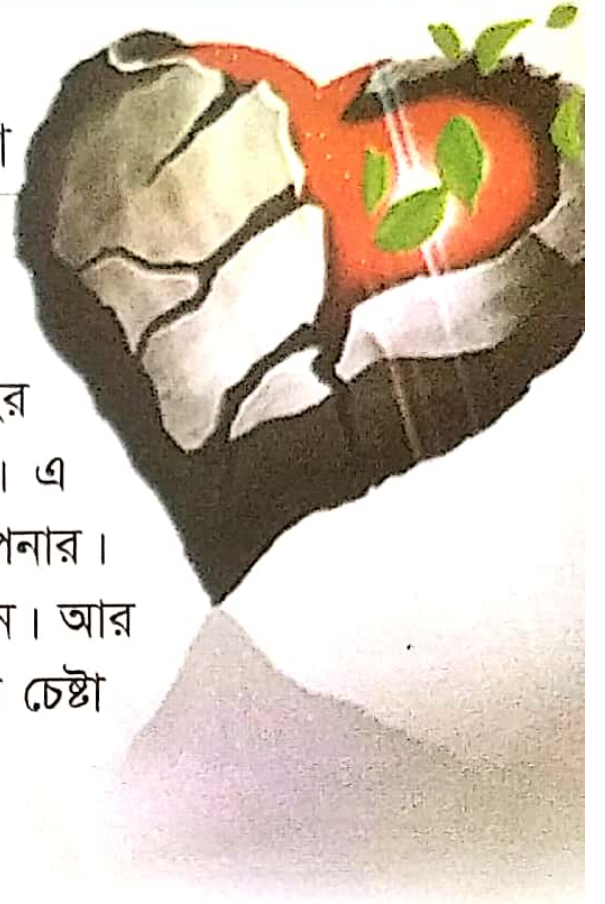
(৩৬)

সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখুন

ভাই-বোনদের সাথে আপনার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখুন। যদি এ ক্ষেত্রে আপনার ও তাদের মাঝে কোন সমস্যা ও জটিলতা থাকে, তাহলে সেগুলো একেবারে মায়ের চোখের সামনে তুলে ধরবেন না। কেননা, এবিষয়টি তাঁকে বিচলিত করবে এবং কষ্ট দিবে।

(৩৭)

সমর্থন দিবেন না

মাতাপিতার দাম্পত্য জীবনে বহু পরিস্থিতি আসতে পারে। সুতরাং আপনি তাদেরকে মিলানোর ক্ষেত্রে মায়ের বিপক্ষে পিতাকে সমর্থন করতে যাবেন না। তবে যদি আপনি সমর্থনের পিছনে কিছু নির্দিষ্ট কারণ ও হেতু রয়েছে বলে মনে করেন, তাহলে পিতাকে আপনার সমর্থন করাটা এমনভাবে হতে হবে যে, এটি শুধু আপনার ও তাঁর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে; মা জানবে না।

আর এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। কেননা, তাকদীর লেখা হয়ে গেছে। যা হবার তা হবেই। কলম সবকিছু লিখে ফেলেছে। কাগজ গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। সব কিছুই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

(৩৮)

হেকমতে দ্বীনী বিষয়াদী শিখাবেন

মাকে হেকমতের সাথে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিখাবেন। এ মহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন ভাল আলেমকে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন। যথাপোযী কোন কিতাব প্রদান করতে পারেন। এমনিভাবে ইলম চর্চার ও ওয়াজ-নসীহতের মজলিসে নিয়ে যেতে পারেন।

(৩৯)

মাকে বঞ্চিত করবেন না

মাকে যিকিরের মজলিসে হাযির হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। অর্থাৎ তাঁকে দ্বীনী বক্তৃতা ও ওয়াজ-নসীহতের স্থানে পৌঁছে দেবেন। এমনিভাবে দ্বীনী তালীমের পয়েন্টে নিয়ে যাবেন। ধর্মীয় সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে যাবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

নিশ্চয় আল্লাহর নিয়োজিত কিছু ফেরেশতা পৃথিবীর অলি-গলিতে

ঘুরাফেরা করে আল্লাহর স্মরণকারীদের খোঁজতে থাকে। যখনই আল্লাহর স্মরণকারী কোনো দল পেয়ে যায়, তখনই তরা একে অন্যকে ডেকে বলতে থাকে, এসো, তোমাদের প্রয়োজনের দিকে এসো।

[বুখারী : ৬০৪৫]

(৪০)
উত্তম ব্যবহারের উপযোগী সময়

মাতাপিতার সাথে ভাল ব্যবহার ও সদাচরণের উত্তম সময় হচ্ছে ইবাদত আদায়ের সময়। সুতরাং আপনি যখন হজ্জ বা উমরাতে মায়ের সাথে থাকেন, তখন তাঁর দাস হয়ে যান। তাঁর পুরোপুরি যত্ন নিবেন। নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখবেন। বিনম্র আচরণ করবেন। তাঁর সাথে থেকে আমল ও ইবাদত করার মাঝে স্বাদ উপভোগ করবেন। তাঁকে তেমন কাজ-কর্ম করতে দিবেন না। যে রাস্তা দিয়ে তিনি অতিক্রম করবেন, সেখানে কোন ভয়ানক বা ক্ষতিকর বস্তু থাকলে সে সম্পর্কে তাঁকে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দিবেন। তাঁকে চোখে চোখে এবং লক্ষ্য বস্তু করে রাখবেন।

(৪১)
আপনার ওযর ও অপারগতা পেশ করুন

আপনার যে ভাই/বোন ভুল বা অন্যায় করে, তাকে শাসন করার ব্যাপারে আপনার ওযর ও অপারগতা পেশ করুন। তাদের প্রতি আপনার মায়ের শাসনকে সুদৃঢ় করুন। তাদের থেকে যে ভুল বা অন্যায় প্রকাশ পেয়েছে, তা শয়তানের কুমন্ত্রণায় হয়েছে। আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাকে সঠিক বুঝ ও সরল পথে ফিরিয়ে দিবেন।

(৪২)
অন্যদের ভুলত্রুটি বড় করে তোলবেন না

মায়ের নিকট অন্যদের ভুলত্রুটি বড় করে পেশ করবেন না। অন্যদের বলতে যে, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রমুখ। বরং এদের ভুলের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব তাঁর উপর একেবারে হালকা ও ছোট করবেন। নিশ্চয়ই তাতে তাঁর ব্যথা লাঘব হবে। প্রিয়জনদের মান-মর্যাদা

রক্ষা করা হবে।

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظَافِرُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

মেরাজের রাত্রিতে আমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো হলো তামার। সেই নখগুলো দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বক্ষগুলো খামচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। জিবরিলকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? বললেন, তারা ওই সব লোক, যারা মানুষের নিন্দা করে বেড়াত, তাদের কুৎসা রটনা করত।

[আবু দাউদ : ৪৮৮০]

(৪৩)

হঠাৎ করে দুঃসংবাদ জানাবেন না

মাকে দুঃসংবাদ বা দুঃচিন্তার বিষয় হঠাৎ করে জানাবেন না। বরং এর জন্য প্রথমে এমন একটি ভূমিকা পেশ করবেন, যেন সংবাদের প্রভাব একেবারে হালকা হয়ে যায়। এ জাতীয় সংবাদ মোবাইল ও টেলিফোনের মাধ্যমেও জানাবেন না। বরং নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। প্রথমে সালাম দিয়ে তাঁর নিকট যাবেন। তারপর বিষয়টির জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি ভূমিকা বলবেন।

অতপর তাঁর কাছে সংবাদটি পেশ করবেন এবং ধৈর্যশীলদের সাওয়াব ও পুরষ্কারের বিষয়ে আলোচনা করবেন।

বলবেন, ধৈর্য ধারণ করা ও সহ্য করতে পারা দৃঢ় প্রত্যয়ীদের গুণ। এঁরা ধৈর্য্য, সহ্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে বিপদ-আপদের মোকাবিলা করেন। আপনি বা আমি যদি ধৈর্য ধারণ না করি, তবে আমাদের আর কীইবা করার আছে? ধৈর্যধারণ ছাড়া কি আমাদের আর কোনো উপায় আছে? এ ছাড়া কি আমাদের আর কোনো পথ আছে?

(৪৪)

"নারী" সে যে বয়সেরই হোক না কেন

নারী সে যে বয়সেরই হোক না কেন, আবেগময়ী কথার প্রতি আগ্রহী হয়। রোমঞ্চক কথা শুনতে অস্থির হয়ে পড়ে। সুতরাং আপনি তাঁকে সুমধুর কণ্ঠে মিষ্টি (ইসলামী) সংগীত শ্রবণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি নিজের সন্তানের সুরলিত কণ্ঠে যে সংগীত শোনবেন, তা কখনো ভুলতে পারবেন না। মায়ের সাথে কথোপকথনকালে উৎকৃষ্ট বাক্য নির্বাচন করন, অন্যথায় কষ্টদায়ক ও মর্মৃব্যথী কোনো কথা শুনে হয়তো তিনি 'উফ (আল-কুরআনে নিষেধকৃত) বলে ওঠবেন। মাকে বলুন–

তোমার উপস্থিতি, আমার প্রশান্তি।

তোমার দোয়া, আমার মুক্তি।

তোমার পদতল, আমার জান্নাত।
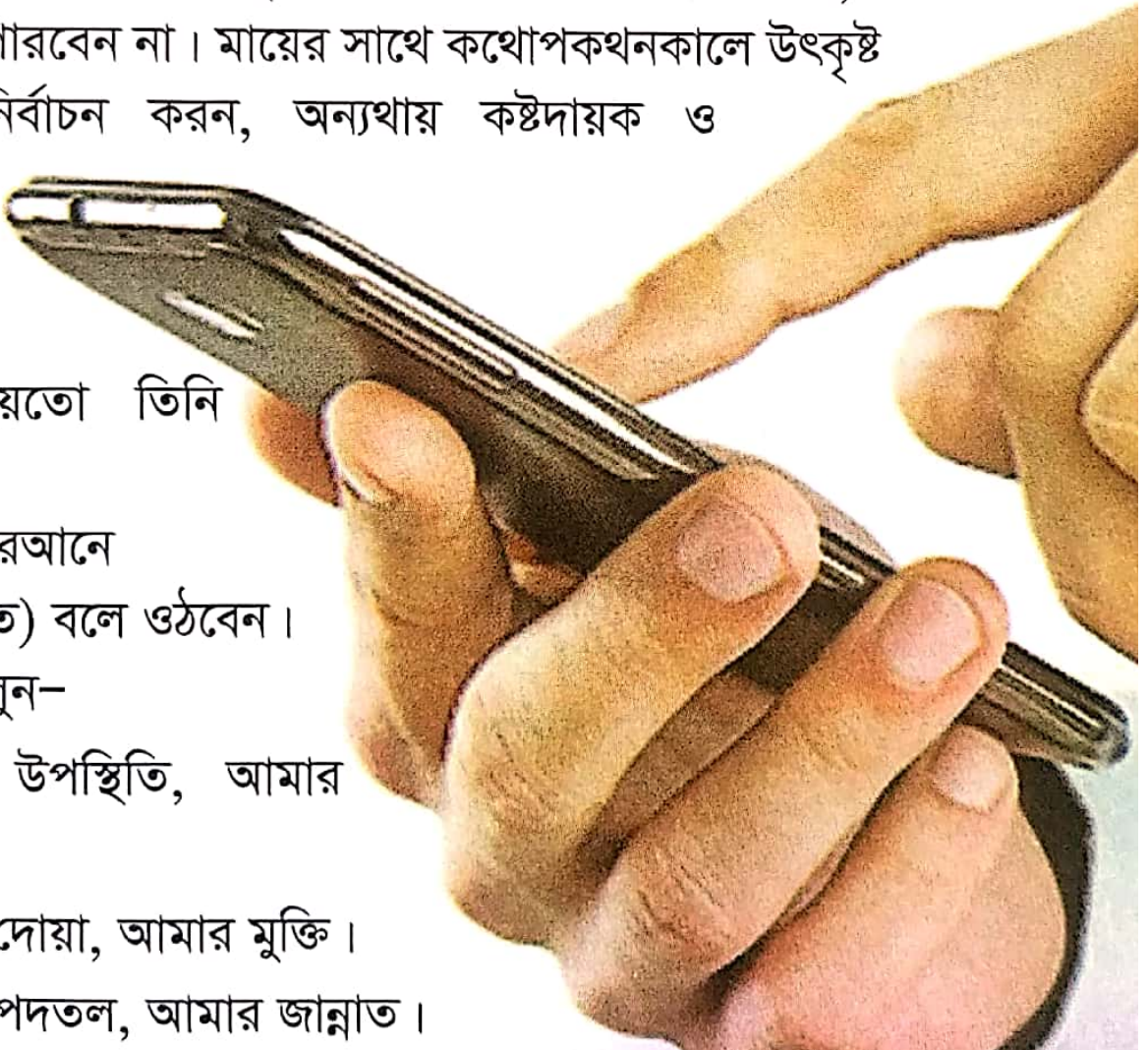
প্রভু হে! আমার মা থেকে বঞ্চিত করো না আমায়...। আমাকে তাঁর চক্ষুর শীতলতা বানান।

এভাবে আপনি আপনার মার সামনে বিভিন্নধরনের কথাবার্তা বলতে পারেন। ইনশাআল্লাহ! এতে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠবে।

(৪৫)
বয়স বড় করে দেখাবেন না

কখনো মাকে তাঁর বয়স বড় করে দেখাবেন না। কখনো এবিষয়টি প্রকাশ করবেন না যে, তিনি বার্ধক্যের কারণে নিজের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো করতে অক্ষম হয়ে গেছেন। বরং তাঁকে এমন সব কথা বলে উৎসাহীত করবেন, যাতে করে বুঝে আসে যে, তিনি তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠাংশে আছে। সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে তাঁর কষ্ট লাঘব করবেন এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি স্টেশনে সদ্ব্যবহার করুন।

(৪৬)
পছন্দনীয় বস্তু থেকে

মাকে এমন সব বস্তু থেকে বঞ্চিত করবেন না, সাধারণত নারীজাতী যেগুলো পছন্দ করে, চাই মা বৃদ্ধা হয়ে যাক না কেন। এ সব বস্তুর মধ্যে রয়েছে যেমন, খোশবো-সুগন্ধি, সাজ-সজ্জার সরঞ্জামাদি, নতুন কাপড়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য সুন্দর ও উন্নতমানের কাপড় ইত্যাদি। মাকে নতুনত্বের সাথে জীবন যাপন করতে দিন।

(৪৭)
যদি সৎমাও থাকে

যদি আপনার পিতার একাধিক স্ত্রী থাকে এবং তাদের পরস্পরের মাঝে অমিল থাকে, তাহলে আপনার মায়ের সামনে তাদের প্রশংসা করবেন না। কোন বিষয়ে মায়ের বিরুদ্ধে ও তাদের পক্ষে রায় দিতে যাবেন না। এমনকি যদি উক্ত বিষয়ে সৎ মা হকের উপর থাকে, তবুও। বরং এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে ঝামেলা মুক্ত রাখার কোন বিকল্প নেই।

তবে হ্যাঁ, আপনি তাদের মাঝে এমন পদ্ধতিতে মিমাংসা করুন, যাতে আপনার মায়ের নিকট এটা প্রকাশ না পায় যে, আপনি সৎ মায়ের পক্ষাবলম্বন করছেন।

জনৈক প্রজ্ঞাবান জিজ্ঞেসিত হলেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুখী কে? বললেন, যে মানুষকে সুখ দেয়।

আপনি সত্যবাদী হলেও মায়ের সাথে কখনো বিতর্কে যাবেন না।

কল্যাণকর বিষয় হলে সহজ ও উৎকৃষ্ট পন্থায় আপনার মতামত তুলে ধরুন। অযথা ও অহেতুক বিষয় হলে তা থেকে বিরত থাকুন; মায়ের চাহিদা পূরণই উত্তম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

(৪৮)

অন্যদের লালন-পালনের প্রশংসা

মায়ের সামনে অন্যদের লালন-পালনের বেশী প্রশংসা করবেন না। এরূপ আকাঙ্ক্ষা করবেন না যে, যদি মা তাদের মত হতেন! অথবা মা যদি এ ক্ষেত্রে সেই স্তরের হতেন,
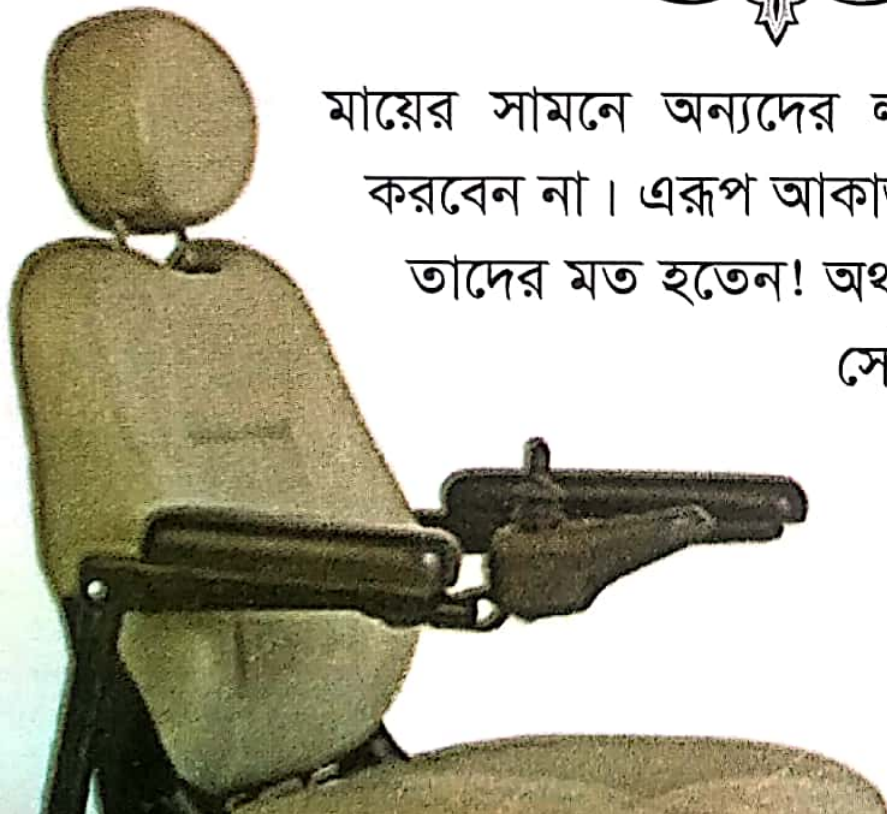
যে স্তরে তারা পৌঁছেন। এ বিষয়টি তাঁর ব্যক্তিত্বকে দোষারূপ করে এবং তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, আপনি তাঁর লালন-পালনের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আপনার জন্য উচিত তাঁর সে সব কাজের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, যেগুলো তিনি জীবনভর করে অভ্যস্ত।

ভাইদের কাছে বা মানুষের সামনে মাকে কখনো খাটো করবেন না। কারণ, উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে এটি তাঁর প্রতি অসদাচরণতুল্য।

আপনি সত্যবাদী হলেও মায়ের সাথে কখনো বিতর্কে যাবেন না। কল্যাণকর বিষয় হলে সহজ ও উৎকৃষ্ট পন্থায় আপনার মতামত তুলে ধরুন। অযথা ও অহেতুক তার লালন-পালন বিষয়ের বিতর্ক থেকে বিরত থাকুন।

(৪৯)
মা যখন কথা বলেন

আপনার মা যখন আপনার সাথে করে কথা বলেন, তখন আপনার চোখ, কান এবং মন সবগুলোকেই তাঁর অনুগত করে দিন। আপনার সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ মায়ের দিকে অভিমুখী করুন। হাসির স্থানগুলোতে মুচকি হাসি দিন। আর চিন্তা-ভাবনার স্থানগুলোতে আপনিও অনুরূপ

ভাব করুন; জড়পদার্থের ন্যায় বেবোধ হয়ে থেকেন না।

সুশিষ্টাচার হলো কেউ যখন আপনার সাথে কথা বলে, তখন চুপ থাকা। হযরত আতা রহ. বলেন, কেউ আমার সাথে কথা বললে আমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনি, যেন ইতোপূর্বে কখনও এ কথা আমি শুনিনি; অথচ তার জন্মের পূর্বেই আমি তা শুনেছি।

সব সময় মুচকি হাসি

সব সময় মুচকি হাসি দিয়ে মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করুন। দু-এক কথায় রসিকতাও করা যেতে পারে, তবে তা বিনম্রভাবে। আর অন্যান্য সময়ে যথার্থ থাকবেন, আন্তকির ও সজাগ থাকবেন। এক কথায় আপনাকে অবস্থানুসারে চলতে হবে।

আপনাকে আপনার মার জীবনের সকল স্তরকে উত্তমরূপে বুঝতে হবে। বয়স অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে সদাচার অবলম্বন করতে হবে।

আপনি কথার তালে আপনার জীবনের সকল কৃতিত্ব ও সাফল্যকে প্রথমে আল্লাহর কৃপা এরপর মায়ের উত্তম প্রতিপালনের উপকরণের কথা মাকে মনে করিয়ে দিন।

দেখবেন, আপনার মায়ের অন্তর তাঁর প্রতিপালন, কষ্ট ও দুর্ভোগের দরুন গর্বে ভরে ওঠবে। নিজের পরিশ্রম ও আর চেষ্টাসাধনাকে তিনি দুনিয়াতেই প্রতিফলিত দেখতে পাবেন।

(৫১)

বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা বর্ণনা করুন

মায়ের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা বর্ণনা করুন। তাঁর নিকট সুন্দর সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করুন। তাঁকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিন, যা শুনে তিনি আনন্দবোধ করেন। কেননা, অনেক সময় মায়েরা সন্তানদের কথা শুনতে আগ্রহী হয়।

আপনি দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের হেড লাইনগুলো পড়ে আপনার মাকে শুনাতে পারেন। দেশের, আন্তর্জাতিক খবরাখবর তাঁর কাছে পরিবেশন করতে পারেন। তবে খুব সতর্কতার সাথে। আপনার মার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো সংবাদ তার কাছে পরিবেশন করা যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

প্রত্যেক মানুষের উচিত হলো, নিজ পরিবারের জন্য উত্তম সাথী, প্রিয়জন ও শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশক হওয়া। কারণ, অন্যদের তুলনায় নিজ পরিবার আপনার সদাচার লাভের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। আর এ বিষয়টিই আপনি আপনার মাকে দিয়ে শুরু করুন।

(৫২)

সব সময় প্রশংসা করুন

সব সময় মায়ের লালন-পালন ও দিক্ষাদানের প্রশংসা করুন। সব সময় তাঁর দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কাজেই কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত আলোচনা করতে কম করবেন না।

হযরত ঈসা আ. মায়ের কোলে থাকাকালেও তার জননীকে ভুলেননি! তাইতো সম্প্রদায়ের কুপ্রতিক্রিয়া প্রকাশের ভয়কে মায়ের অন্তর থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন। তাকে গর্ভ ও প্রসববেদনার যন্ত্রণা ভুলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

মার প্রশংসা করতে গিয়ে বলুন, মা বৎসরে মাত্র একদিন যারা তোমাকে নিয়ে উৎসব করে; তারা জানে না, তোমার সঙ্গে অতিবাহিত প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য উৎসব। তোমাকে ভালবাসি মা।

জীবনের সকল কৃতিত্ব ও সাফল্যকে প্রথমে আল্লাহর কৃপা এরপর মায়ের উত্তম প্রতিপালনের উপকরণ মনে করে তাঁকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিন। আর এতে দেখবেন আপনার মায়ের অন্তর তাঁর প্রতিপালনের, কষ্ট ও দুর্ভোগের দরুন গর্বে ভরে ওঠবে। নিজের পরিশ্রম আর চেষ্টাসাধনাকে তিনি দুনিয়াতেই প্রতিফলিত দেখতে পাবেন।

আপনি আপনার মাকে বলুন–

পুরুষলোক যতই মহান ও কষ্টসাধ্যের কাজ করুক; কখনই সে ওই নারীর সমতুল্য হতে পারবে না, যে তার সন্তানদেরকে উত্তম শিষ্টাচারের মাধ্যমে লালন-পালন করে এবং সন্তানদের পেছনে তার সময় ব্যয় করে।

(৫৩)
জীবনের সবচেয়ে বড় বাসনা

যে কোনভাবে মায়ের নিকট এ কথা পৌঁছে দিবেন যে, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা-বাসনা হচ্ছে এই যে, 'আপনার মা সারাটি জীবন সুখে-শান্তিতে অতিবাহিত করুক আর আপনি তাঁর সেই সুখ-শান্তির জন্য মাধ্যম ও উপায় হন। সেই সাথে আপনার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকুক।' যদি আপনি এটি করেন, তাহলে যেন তাঁর আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়িত করলেন। কেননা, তিনি তো দেখবেন, তার সন্তানদের সবচেয়ে বড় কামনা-বাসনা হচ্ছে মা কে আজীবন সুখী করে রাখা।

আপনি আপনার মায়ের জন্য প্রতিটি উৎসবে উপহার নির্ধারণ করে বুঝাতে পারেন যে, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় বাসনা আপনার মা। তাঁকে দুই ঈদে, তাঁর সন্তানদের বিবাহে, সন্তানদের সাফল্যে, আপনার ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে বা তাঁর রোগমুক্তির পরে তাকে কোনো উপহার দিয়ে খুশি করতে পারেন। এতে তিনি মনে করবেন যে, আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় বাসনা তাকেই মনে করেন।

(৫৪)

যদি নানা-নানী জীবিত থাকেন

যদি মায়ের মাতাপিতা তথা আপনার নানা-নানী জীবিত থাকেন, তাহলে তাদের সেবা-যত্ন ও সদ্ব্যবহার করতে কোন কৃপণতা করবেন না। তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার দ্বারাও মাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তারা মৃত হন, তাহলে তাঁদের উদ্দেশ্যে এমন সব আমল করেন, যেগুলোর সাওয়াব তাদের কবলে পৌঁছে যাবে। যেমন, তাদের জন্য দুআ করা, তাদের উদ্দেশ্যে সদকা করা, একইভাবে আরো এমন কিছু কাজ করুন, যা মুর্দারদের জন্য আনন্দের কারণ এবং আপনার মাতাও সন্তুষ্ট হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন–

إِذَا مَاتَ ابن آدم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ عَلَّمَهُ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

যখন আদম সন্তান মারা যায়, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তখনও চালু থাকে; বন্ধ হয় না।

১. সদকায়ে জারিয়া।

২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। *[তিরমিযি : ১৩৭৬]*

(৫৫)

কিছু ওয়াকফ করুন

মায়ের নামে কিছু ওয়াকফ করুন, যাতে এর মাধ্যমে তাঁর নেক ও সাওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওয়াকফ করার সুরত এমন হতে পারে যেমন, মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ, এতীমদের লালন-পালনের যিম্মাদারি নেওয়া, আল্লাহ তাআলার কিতাবের হাফেযদের তত্ত্বাবধান করা, আর্থিক দুর্বল ও অসহায়দেরকে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করে চালিয়ে নেওয়া।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিমের দুঃখ কষ্ট বুঝে তাকে সান্ত্বনা প্রদান ও তার জন্য উত্তম প্রতিপালনের উদ্যোগ নিতেন। যেন সে পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপর বেড়ে ওঠে। সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার উপর তার মেধাবিকাশ ঘটে। সমাজের অন্য শিশুদের দেখে যেন তার মনে পিতৃবিয়োগের পরিতাপ সৃষ্টি না হয়। আপনি আপনার মার জন্য ওয়াকফ হিসেবে এতিমদের দেখাশোনা করতে পারেন।

কোনো এতিম দেখলে তাকে কাছে ডাকুন। তাকে আহার দিন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিন। তাকে আপনার খাদ্য দিন। কারণ, তা আপনার অন্তরকে নম্র করবে। আর এতে আপনার প্রয়োজন পূর্ণ হবে।
[জামেউল আহাদিস : ৯৯৭ আলবানীর তাহকীককৃত সহীহ]

আপনার মার সওয়াবের নিয়ত করলে, তিনিও সওয়াব পাবেন।
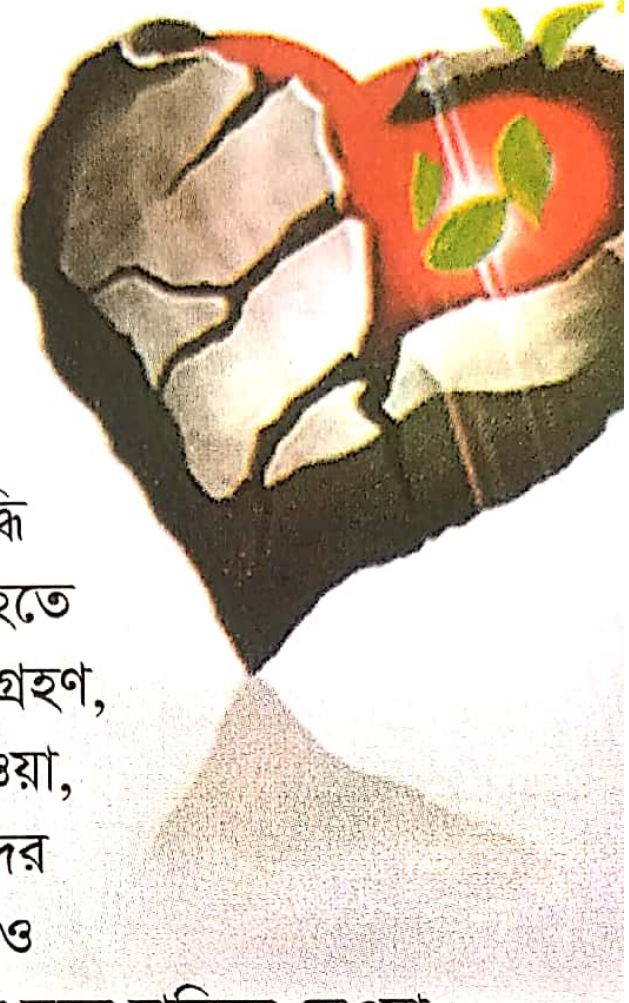
(৫৬)

যথা সম্ভব স্বপ্ন পূরণ করুন

যখন মা তার মনের কোন স্বপ্ন বা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, কিংবা নিজের সংশিষ্ট কোন বস্তুর কথা আলোচনা করেন, তখন আপনার নিকট মা চাইবেন এই অপেক্ষায় বসে থাকবেন না। বরং আপনার সাধ্যানুসারে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও আশা পূরণে দ্রুত পদক্ষেপ নিন।

আপনি আপনার মায়ের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। প্রতি-শ্রুতি দিলে তা যথাযথভাবে পূর্ণ করুন, অন্যথায় প্রতিশ্রুতি থেকে বিরত থাকুন। আপনি যতটুকু পারবেন ততটুকুই আপনি আপনার মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করবেন।

(৫৭)

আপনার সকল ব্যস্ততার উপর প্রাধান্য দিন

আপনার সকল কাজ ও ব্যস্ততার উপর মাকে প্রাধান্য দিন। আপনার সকল বন্ধু-বান্ধব এমনকি আপনার স্ত্রী ও সন্তাদের তুলনায়ও অগ্রাধিকার দিন।

যদি আপনি আর আপনার মা একই শহরে বাস করেন। তাহলে প্রতিদিন আপনি আপনার মায়ের সাথে দেখা করুন। বাহ্যিক ব্যস্ততা যেন তাঁর সাক্ষাত ও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার মাঝে অন্তরায় না হয়।

(৫৮)

মাকে আপনার বাড়ির মাধ্যমেও সম্মান করুন

মাকে আপনার বাড়ির মাধ্যমেও সম্মান প্রদর্শন করুন। সব সময় তাঁর নিকট আপনার সাক্ষাতের আবেদন করুন । আপনার বাড়িতে রাত্রি যাপনের মাধ্যমে তাঁকে তুষ্ট করুন। নিশ্চয়ই এতে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যাবে এবং তিনি সন্তানের সদাচারণের মাধ্যমে সুখ লাভ করবেন।

(৫৯)

যৌথ ভ্রমণে নিজের সাথে রাখুন

যৌথ সফরকালে মাকে নিজের সাথে অথবা আপনার সন্তানদের সাথে কিংবা আপনার ভাইদের সাথে রাখুন। এতে তাঁর মঝে উদ্যোমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁর জীবনে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যেও উদ্যোমতা তৈরি হবে, জীবনে সজীবতা ও পরিবারে প্রাণ ফিরে আসবে।

তাছাড়া এতে আপনাদের সকলের আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

যে চায় তার রিযিকে বরকত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন মিলিত করে। *[সহীহ বুখারী : ১৯৬১]*

(৬০)

অভিজাত হোটেলে নিয়ে যান

কোন কোন সময় মাকে আপনার সাথে এবং তাঁর প্রিয়জনদের সাথে অভিজাত কোন হোটেলে গিয়ে দুএকবার খাবার গ্রহণের সুযোগ করে দিন। এ সব বিষয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। তবে যদি তিনি যেতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাঁর মতের উপরই তুষ্ট থাকতে দিবেন।

(৬১)

এই আশা বাস্তবায়ন হতে পারে না?

কখনো কখনো মায়ের মনে অভিজাৎ কোন সপিং মহল কিংবা উন্নত মানের মার্কেটে যাওয়ার আশা থাকে।

সুতরাং আপনার মাধ্যমে কি তাঁর মনের এই আশা বাস্তবায়ন হতে পারে না?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ، قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ...

তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দিন, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়দের জন্যে।... *[সূরা বাকরা : ২১৫]*

অতএব আপনি আপনার মাকে মার্কেটে নিয়ে যান। তার জন্যে খরচ করুন। আল্লাহ আপনার মালে বরকত দিবেন।

(৬২)
সকলের প্রতি দয়া

পুরুষদের জন্য উপযোগী এমন কিছু বস্তু মাকে হাদিয়া দিন। যাতে তিনি সেটা আপনার পিতাকে উপহার দিতে পারেন। তাহলে এটা হবে সকলের প্রতি দয়া করার অন্তর্ভুক্ত।

একবার বনু খাসআম গোত্রীয় এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন–

হে আল্লাহ রাসুল! কোন কাজটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন।

লোকটি আবার বলল–

হে আল্লাহর রাসুল! অতঃপর কোনটি?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

আত্মীয়তার বন্ধন মিলন। *[আবু ইয়ালা : ৬৭৩৯]*

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন আপনার দেয়া উপহার যখন আপনার মা আপনার বাবাকে দিবেন তখন তারা দুজনই খুশি হবেন।

(৬৩)
মায়ের সামনে পিতার প্রশংসা

মায়ের সামনে আপনার পিতার সুনাম করুন, তাঁর উত্তম আচার-ব্যবহারের প্রশংসা করুন। এতে আপনার মায়ের গর্ববোধ করার খোরাক হবে।

আপনি আপনার মায়ের সামনে বলতে পারেন, আল্লাহ যেন আমার পিতামাতাকে সেই সত্তরহাজার সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা কোন হিসাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

(৬৪)
প্রশংসা করুন

মায়ের কাজ-কর্ম, সংসার পরিচালনার সৌন্দর্য এবং স্বামীর উত্তম আনুগত্যের প্রশংসা করুন। কারণ এর মাধ্যমে তিনি আরো উৎসাহিত হবেন, তাঁর মনোবল আরো দৃঢ় হবে এবং নিজের উপর আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

(৬৫)
যেন আপনি তাঁর বান্ধবী

সাধারণত মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় মায়ের অধিক কাছাকাছি থাকে। সুতরাং (হে মেয়ে সন্তান! আপনারা) মায়ের গোপন বিষয়াদি হেফাযত করবেন (কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।) এবং আপনার গোপন বিষয়গুলোও তাঁর সাথে শেয়ার করুন। তাঁর ব্যক্তিত্ব বোঝে চলার চেষ্টা করুন। তাঁর সাথে এমন আচরণ করুন যেন আপনি তাঁর বান্ধবী।
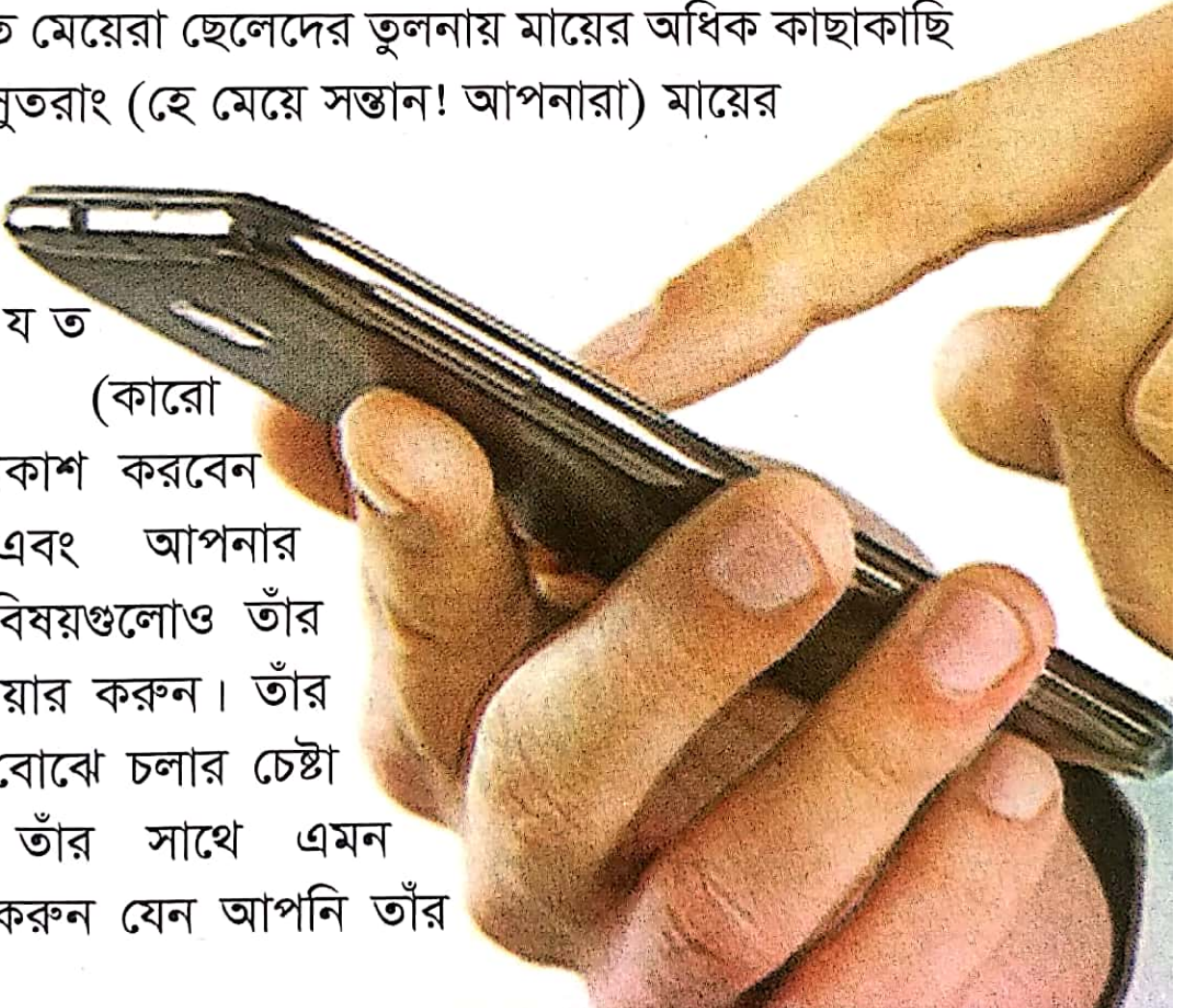
(৬৬)

তাঁর জন্য অবলম্বন হোন

বিভিন্ন কাজ ও মেহনতের সময় এবং বিভিন্ন বিপদাপদ ও সমস্যা হলে মায়ের জ়ন্য ছেলে সন্তাদের প্রয়োজন হয়। আর তা এজন্য যে, মায়ের কষ্টের সময় ছেলেরা যেন শক্তিশালী অবলম্বন ও পৃষ্ঠপোষক হতে পারে এবং তাঁর সাথে কষ্টের ভাগী হয়। সুতরাং আপনি তখন তাঁর পাশে থাকুন, তাঁর জন্য অবলম্বন হোন এবং আপনার পূর্ণ শক্তি ব্যায় ও সঠিক পরামর্শের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করুন।

(৬৭)

বোনদের প্রতি সদয়বান হোন

বোনদের প্রতি সদয়বান হোন, তাদের সাথে হৃদ্যতা বজায় রাখুন, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করুন এবং বিভিন্ন উপযোগী সময়ে তাদের নিকট বিভিন্ন ধরনের উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করুন। এতে মায়ের

সুখ আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। কেননা, মায়েরা তাদেরকে মহব্বত করেন, যারা তাঁর মেয়েদের প্রতি সদয়বান হন।

(৬৮)

লজ্জা দিবেন না

মাকে তাঁর এমন কোন কাজ বা হস্তক্ষেপের কারণে লজ্জা দিবেন না, যেটা তার বয়সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিন্তু তাঁর আশপাশের লোকদের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং তাঁর ব্যাপারে গর্ববোধকারী হোন। তাঁর কাজ-কারবারে অন্যরা সন্তুষ্ট হোক, আর অসন্তুষ্ট হোক, আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এই সবগুলো তখন প্রযোজ্য হবে, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয় এবং প্রচলন পরিপন্থী না হয়।

(৬৯)

নম্র-ভদ্র আচার-ব্যবহার শিক্ষা দিন

আপনার সন্তানদেরকে আপনার মায়ের সাথে নম্র-ভদ্র আচার-ব্যবহার করা শিক্ষা দিন। বিভিন্ন উপযোগী সময়ে আপনার ছেলে-মেয়েদেরকে দিয়ে মায়ের কাছে হাদিয়া-তুহফা পাঠিয়ে দিন।

জনৈক মনীষী বলেছেন–

মানুষের সাথে এমন আচরণ কর যেমন তুমি তাদের থেকে আশা কর।.. আপনি আজ আপনার সন্তানদের সামনে আপনার মার সাথে ভালো আচরণ করেন, তাহলে আগামীতে আপনার সন্তান তার সন্তানের সামনে আপনার সাথে ভালো আচরণ করবে। বলা যায় এটা একটি পরাম্পরা শিক্ষা।

জনৈক মীনীষী বলেছেন–

দৈহিক খাবার যেমন দরকার, সন্তানের তেমনি আত্মিক খাবারেরও দরকার। আপনি লক্ষ্য রাখবেন যেন, আপনার প্রতিটি কর্ম আপনার সন্তানের অনুকরণীয় হয়।

(৭০)

জুতা এগিয়ে দিন

বৃদ্ধাকালে মাকে নিজ হাতে কাজ করা থেকে বিরত রাখুন। নিজে জুতা এগিয়ে দিন। তাঁকে চলার পথ দেখিয়ে দিন। কেননা, সকল মানুষের
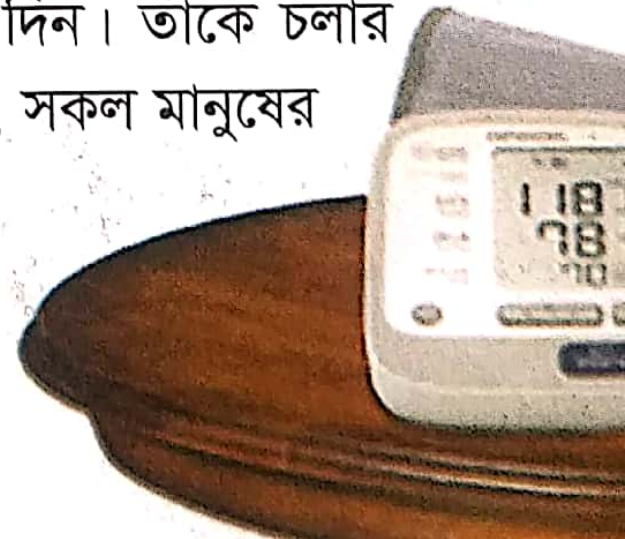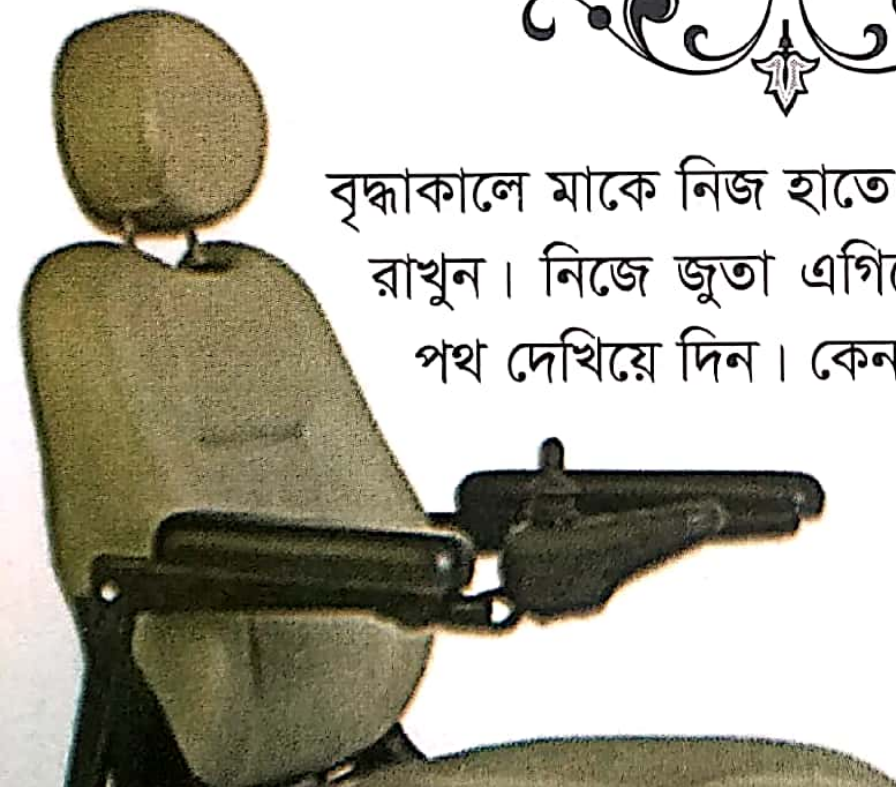
তুলনায় আপনিই মায়ের যত্ন নেওয়ার বেশী হকদার।

আপনি আপনার মায়ের প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে ও যথাসময়ে তাঁর চাহিদাগুলো উপস্থিত করতে সচেষ্ট হোন। এর দ্বারা আপনি তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করতে পারবেন। আপনার তাঁর কোন রাগক্ষোভ থাকলে তা দূর হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন−

আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো, কোনো মুসলিমকে সন্তুষ্ট করা।

[তাবারানী : ১৩৬৪৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এক সাহাবির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মার খেদমতের ব্যাপারে তাগাদা দিয়েছেন।

আসুন আমরা মার খেদমত করি। তাঁর জুতা এগিয়ে দিই।

(৭১)
পুরষ্কার নির্ধারণ করুন

এ ক্ষেত্রে আপনার সন্তানদের জন্য পুরষ্কার নির্ধারণ করুন। তাদের থেকে যে তাঁর সাথে বেশী ভাল ব্যবহার করবে, সবার আগে তাঁর খেদমত করে দিবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে, তাকে সেই পুরষ্কার প্রদান করুন।

(৭২)

মা গুরুত্বারোপ করে থাকেন

মা তাঁর বাড়ি-ঘরের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিধায় তাঁর ঘরটি যেন সব চেয়ে সুন্দর অবস্থায় থাকে- এব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করুন। সুতরাং সব সময় তাঁর ঘর হেফাযত করুন। সব সময় তাঁর ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনমূলক কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যান।

(৭৩)

একটি বিশেষ জায়গা রাখুন

শয়ন কক্ষে মায়ের নিকট একটি বিশেষ জায়গা রাখুন। তাঁর কক্ষের (সৌন্দর্য বর্ধনের) জন্য উপযোগী এমন বিভিন্ন বস্তু হাদিয়া দিন। অথবা তাঁকেই সুযোগ দিন, তিনি আপন ঘর সাজাতে যা যা পছন্দ করেন, তা নির্বাচন করবেন। মায়েরা সাধারণত মেহমানখানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকে। সুতরাং সেটিকে যথাসম্ভব সুন্দর রাখুন।

(৭৪)

আপনি মাধ্যম ও অবলম্বন হোন

মায়ের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং এ ব্যাপারে মাকে সাহায্য করুন। সেই সাথে মা ও তাদের মাঝে যোগাযোগ বহাল থাকা এবং সম্পর্ক অটুট রাখার ক্ষেত্রে আপনি মাধ্যম ও অবলম্বন হোন।

(৭৫)

মায়ের যদি নির্দিষ্ট কোন মনোবাসনা থাকে

মায়ের যদি নির্দিষ্ট কোন মনোবাসনা থাকে, তাহলে এর জন্য আপনার সময় ব্যয় করবেন এবং তাঁর মনোবাসনা পূরণে যা কিছু প্রয়োজন হয়, সব পুরোপুরি ব্যবস্থা করুন ।

(৭৬)

আপনার যে ধরনেরই প্রতিভা থাকুক

আপনার যে ধরনেরই প্রতিভা থাকুক, মায়ের জন্য স্বতন্ত্র কিছু কাজ করে পেশ করবেন। যেমন ধরুন, আপনি যদি কবি হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্য একটি কবিতা লেখুন। আপনি যদি লেখক হয়ে থাকেন, তাঁর নামে একটি ছোট গল্প লেখুন।

বিভিন্ন লেখা বই তার নামে উৎসর্গ করতে পারেন।

তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন লেখাও লেখতে পারেন।

(৭৭)

মায়ের নামে মেয়েদের নাম

কোন কোন সমাজে মায়েরা পছন্দ করে থাকেন যে, নাতনীদের ক্ষেত্রে তাদের নাম ব্যবহার করা হোক। তবে তাঁকে এরূপ নাম নির্ধারণের অনুরোধ করতে অনেক সময়েই সন্তানের প্রতি তাঁদের অগাধ ভালবাসা তাঁদেরকে বাধা দিয়ে থাকে।

কারণ তাঁর ছেলে-মেয়েরা তো নিজ নিজ স্বামী/স্ত্রীদের সাথে অবস্থান করে। তাছাড়া এতে (নাম রাখার ক্ষেত্রে) সন্তানদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। তাই তিনি অনুরোধ করা থেকে বিরত থাকেন।

তাঁর নামে নাম রাখার মাঝে তাঁর অন্তরে একটি বিশেষ অবস্থান রয়েছে। সেই এটি তাঁর মনে আনন্দ সৃষ্টির একটি বিশাল মাধ্যম। কাজেই তাঁকে এর থেকে বঞ্চিত করবেন না।

(৭৮)

সবার আগে মা

আপনি নিজ বাহনে আরোহণকালে সবার উপর মাকে অগ্রাধিকার দিন। প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মায়ের আগে নয়। তবে যদি তাঁকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

ভালো সিট মাকে দিন। ভালো জায়গা মাকে বসান।

(৭৯)

রূঢ় ভাষায় কথা নয়

মায়ের সাথে রূঢ় এবং কর্কশ ভাষায় কথা বলবেন না। বরং তাঁর সাথে কথা বলার সময় বিনম্র ভাষা, মিষ্টি মিষ্টি বাক্য এবং কোমল ভাষ্য ব্যবহার করুন।

(৮০)

আল্লাহর পর বেশী সম্মান পাওয়ার হকদার

ছোট ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনীর মাঝে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারা আপনার মাকে উতকৃষ্টমানের হাদিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করবে। এতে করে তাদের মনে আপনার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি সুদৃঢ় হবে। আল্লাহ তাআলার পর যিনি আপনার নিকট সব চেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার হকদার, এই শিশুদেরকে তার সম্মান-মর্যাদা শিক্ষা দেওয়া হবে। সেই সাথে সৎকাজে প্রতিযোগিতাও করানো হবে।

কল্যাণকর কাজ, পরোপকার ও ভালো কাজের ফলাফল শুভ হয়। অনুগ্রহকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজেই নিজের অনুগ্রহ দ্বারা উপকৃত হন। তার হৃদয়-মন আত্মতৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভরে যায়। সুতরাং আপনি কখনও কোনো পেরেশানী কিংবা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে অন্যদের জন্য কোনো না কোনো ভালো কাজ করুন।

(৮১)

কোন কোন সময় দোয়া কবুল হয়

খুঁজে বের করুন, কোন কোন সময় দোয়া কবুল হয়। অতপর সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোতে নিয়মিত মায়ের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ .

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি সর্বদাই কোনো না কোনো কাজে রত আছেন। *[সূরা আর-রহমান : ২৯]*

(৮২)

বিভিন্ন ভোজঅনুষ্ঠানে

বিভিন্ন ভোজঅনুষ্ঠানে বন্ধুদেরকে মেহমানদারি করানোর জন্য মা আপনার কাছে যা যা পেশ করেন, সেগুলোর ব্যাপারে বন্ধুদের মতামত ও বিমুগ্ধতা প্রকাশ করুন। মায়ের সুরুচি, সুস্বাদু রান্না ও পরিপাটি কাজকর্মে তারা কী পরিমাণ অভিভূত তা উল্লেখ কর। এতে তিনি যারপর নাই আনন্দিত হবেন।

(৮৩)

একটি নির্ধারিত সময় থাকা জরুরী

মায়ের কাছে পুরোপুরিভাবে বসার জন্য একটি নির্ধারিত সময় থাকা জরুরী। সে সময় অন্যত্র যোগাযোগ করা যাবে না। কোন পুস্তক বা পত্রিকা খুলে পড়া যাবে না। কিংবা অন্য যে কোন কাজে মন দিয়ে তাঁর ব্যাপারে উদাসিন হওয়া যাবে না।

(৮৪)

সংকোচ ও সমস্যা বোধ না করা

মেয়েদের জন্য উচিত মাকে তাদের বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া এবং কোন সুরতেই এ নিয়ে সংকোচ ও সমস্যা বোধ না করা। কোন পন্থায় মাকে নিষেধ না করা।

(৮৫)

মাকে নিয়ে গর্ববোধ

সন্তানদের জন্য উচিত সদা-সর্বত্র মাকে নিয়ে গর্ববোধ করা। এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা হওয়া উচিত নয়।
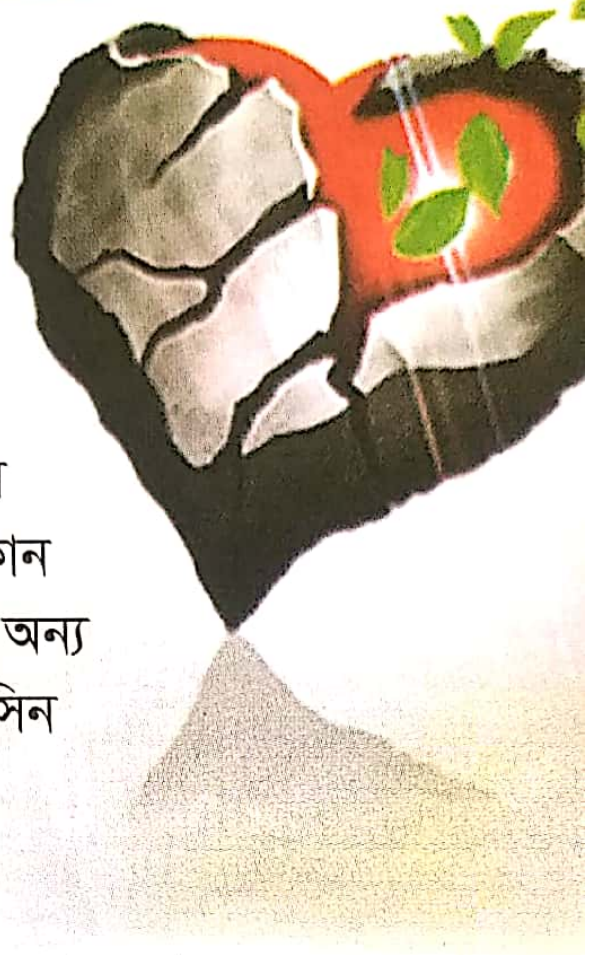
(৮৬)

বিভিন্ন ঘটনা শুনাবেন

মাকে মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা শুনাবেন। নিশ্চয়ই এর মাধ্যমে মা জাতি প্রশান্তি লাভ করেন এবং সুখ অনুভব করেন।

(৮৭)

এ মর্মে দোয়া চান

মায়ের নিকট আপনার জন্য এ মর্মে দোয়া চান যে, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে তাঁর খেদমত করার সৌভাগ্য দান করেন। নিশ্চয়ই এটা তাঁর খেদমতের প্রতি আপনার আগ্রহ থাকার প্রমাণ এবং তাঁর সাথে ভাল আচরণ করা আপনার পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে অবগতি।

(৮৮)

যেন আপনার উপর সন্তুষ্ট থাকেন

মায়ের নিকট সর্বদা আবেদন করুন, তিনি যেন আপনার উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং আপনার জন্য দোয়া করেন। তাহলে তাঁর মধ্যে এই অনুভূহি জাগ্রত হবে যে, আপনার মনে তাঁর সন্তুষ্টি এবং আপনার কাছে তাঁর মর্যাদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূলবান।

(৮৯)

সবার সাথে প্রতিযোগিতা করুন

মায়ের খেদমতের জন্য সবার সাথে প্রতিযোগিতা করুন। সেই সাথে সব সময় প্রতিযোগিতায় সবার আগে থাকুন। আপনিই হন সেই ব্যক্তি, যে তাদেরকে খেদমত ও সদাচারণের নতুন নতুন পথ দেখাবে। তাহলে আপনি নিজের কাজের প্রতিদান ও পুরষ্কার পাবেন এবং তাদের কাজের প্রতিদান ও পুরষ্কারেরও সমপরিমাণ পাবেন। কিন্তু এতে তাদের ভাগে কোন কমতি হবে না।

(৯০)

আওয়াজ উঁচু করবেন না

মায়ের নিকট আওয়াজ উঁচু করবেন না; বরং নিচু ও বিনম্র রাখুন। তাঁকে ডাকার সময় এবং তাঁর খেদমতকালে সহানুভূতিশীল হোন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'রাগ করো না, রাগ করো না, রাগ করো না।' এই হাদীসের এক অংশে আছে– 'রাগ হল আগুনের একটি অঙ্গার।'

(৯১)

আপনি যদি সেই শহরেই থাকেন

যে শহারে আপনার মায়ের বসবাস, আপনি যদি সেই শহরেই থাকেন, তবে আপনার মাঝে এবং তাঁর মাঝে দূরত্ব থাকে, তাহলে যথাসম্ভব তাঁর বাসস্থানের নিকটে থাকুন। এতে করে তাঁর খেদমতের সুযোগ হবে এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করা অনেক সহজ হবে।

(৯২)

যদি অন্য কোন শহরে কাজ করেন

আপনি যদি অন্য কোন শহরে কাজ করেন, যখনই সুবর্ণ সুযোগ পান, মায়ের সাথে যোগাযোগ করুন। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করবেন না। কেননা মা তো আপনার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করেন এবং আপনার শান্তি লাভের পথ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। সুতরাং বেশী বিলম্ব করবেন না; তাঁকে আপনার সাক্ষাতের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করতে দিন।

(৯৩)

শুধু একাই সাক্ষাৎ করলে যথেষ্ট হবে না

যদি আপনি ভিন্ন শহরে থাকেন, তাহলে শুধু আপনি একাই মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে হবে না। সন্তানের সন্তানেরাও সন্তান তুল্য। তাই আপনার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকেও সাথে সাথে নিয়ে যাবেন। যাতে করে আপনার মায়ের সাথে তাদের যথাপোযুক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সেই সাথে তিনি যেন তাদেরকে দেখে পুলক অনুভব করতে পারেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখতেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য দয়াময় আল্লাহ অবশ্যই ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।' *[সূরা মারইয়াম : ৯৬]*

'যে কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা মহিলা নেক আমল করে, আমি তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।' *[সূরা নাহ্‌ল : ৯৭]*

জনৈক মনীষী বলেছেন–

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ একটি রচনা, যা লিখছেন আপনি বর্ণনা করবে আপনার সন্তান।

(৯৪)

নফস ও প্রবৃত্তির বিরোধিতা

বহু বিষয়ে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির বিরোধিতা করুন। নিজের মায়ের নির্দেশ, ডাক এবং চাহিদাকে প্রাধান্য দিন। যদি তিনি তা প্রকাশ নাও করেন, তবুও। কেননা, পূর্ণ খেদমত ও সদ্ব্যবহার তো হচ্ছে কোনরূপ বলা ছাড়াই মায়ের স্বপ্ন ও চাহিদা পূরণ করা।

উত্তম আচরণ বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ। মন্দ আচরণ দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কারণ। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

'উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষ সেই ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে, যে সারা দিন নফল রোযা ও সারা রাত নফল নামায আদায় করে।'

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।' [সূরা ক্বলাম : ৪]

(৯৫)

নফসের চুলচেড়া হিসাব-নিকাশ নিন

প্রতিটা মুহূর্তে নিজের নফসের চুলচেড়া হিসাব-নিকাশ নিন। আপনি কি মায়ের খেদমত সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পেরেছেন, না ক্রুটি করেছেন? না কি মায়ের সন্তুষ্টির জন্য আপনার আরো অনেক বেশী কাজ করা দরকার। এগুলো সবই আপনার কল্যাণ ও মাতৃসেবা আরো বৃদ্ধি করবে।

(৯৬)

মৃত্যুর পরও শান্তি পাবেন

সব সময় এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আপনি আপনার মাতাপিতার জন্য যতটুকু করছেন, আপনার সন্তানদের খেদমতের মাধ্যমে আপনার নিকট ততটুকু অবশ্যই ফিরে আসবে। তবে তা নগদ নগদ হতে পারে, আবার বিলম্বেও হতে পারে।

কাজেই মায়ের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে যান, তাহলে জীবদ্দশাতেও শান্তি পাবেন, মৃত্যুর পরও শান্তি পাবেন।

(৯৭)

তাঁর পাশে থাকুন

মায়ের আকস্মিক স্বাস্থ্যগত সমস্যার দরুন যাতায়াত করার সময় সর্বাক্ষণ তাঁর পাশে থাকুন। প্রতিটা মুহূর্ত তাঁকে চোখে চোখে রাখুন। তাঁর সব ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে- এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করুন। মা মুখ খুলে লোক চাইবেন এই আশায়

বসে থাকবেন না। এ ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা রয়েছে, রয়েছে সন্তানের প্রয়োজন। এ সময়েই তারা প্রকাশ পায়, যাদেরকে কল্যাণকর কাজ করার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আপনি তাদের একজন হোন। বরং তাদের মধ্যে প্রথমজন হোন।

(৯৮)
বিধায় ত্রুটি করবেন না

সব সময় সকলের সামনে মায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ, সুন্দর রুচি এবং উত্তম আগ্রহের প্রশংসা করুন। এতে তাঁর মন অনেক আনন্দ লাভ করবে। বিধায় এ কাজে ত্রুটি করবেন না।

(৯৯)
শিক্ষা সফর

মায়ের নিকট আপনার শিক্ষা-সফরের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করতে পারেন। বন্ধুদের নিকট আপনার অবস্থান কিরূপ তা জানাতে পারেন। জানাতে পারেন, শিক্ষা-সফরে কিরূপ ইঞ্জয় করলেন। তাহলে তার দাওয়াত আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

(১০০)

মায়ের দুঃখ-কষ্ট

মায়ের দুঃখ-কষ্ট ও পেরেশানির সময় উদার মনে তাঁর সামনে যান। আনন্দ চিত্তে তাঁর মন্তব্যগুলো গ্রহণ করুন। বিনয়ী ও সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাঁর আদেশ ও উপদেশ কার্যকর করুন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

'আর তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বল।' *[সূরা বাকারা : ৮৩]*

(১০১)

পরামর্শ মেনে চলুন

আপনার নিজস্ব বিষয়ে মায়ের সাথে পরামর্শ করুন। তাঁর উপদেশ অনুসারে কাজ করুন। তাঁর পরামর্শ মেনে চলুন। বরং তাঁর ব্যাপারে গর্ববোধকারী হোন। তাঁর কাজ-কারবারে অন্যরা সন্তুষ্ট হোক, আর অসন্তুষ্ট হোক, আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকবেন। আর এই সবগুলো তখন প্রযোজ্য হবে, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয় এবং প্রচলন পরিপন্থী না হয়।

(১০২)

মায়ের সামনে কিভাবে বসবেন?

মা যে মজলিসে বসে আছেন, সেখানে আপনি এমনভাবে বসুন, যেন মায়ের মান-মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের উপযোগী হয়।

(১০৩)

মনমানসিকতা উপলব্ধির চেষ্টা করুন

মায়ের ব্যক্তিত্ব ও মনমানসিকতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন এবং সেই অনুসারে তাঁর সাথে আচার-ব্যবহার করুন। তাঁর জীবনের গতি-বেধ বুঝে নিন এবং তাঁর সাথে তৎ উপযোগী মোয়ামেলা করুন। তাঁর আগ্রহ ও রুচি জেনে নিন এবং তাঁকে সেগুলো বেশী বেশী প্রদান করুন। আপনি আপনার মার জীবনের সকল স্তরকে উত্তমরূপে বুঝুন। বয়সনোযায়ী তাঁর সঙ্গে সদাচার অবলম্বন করুন।
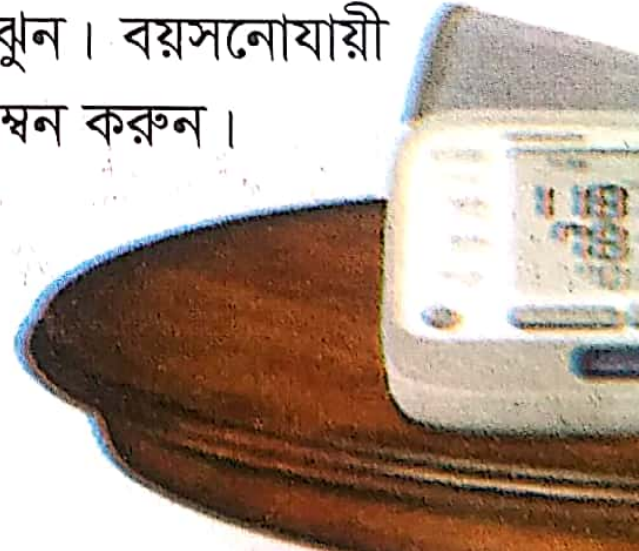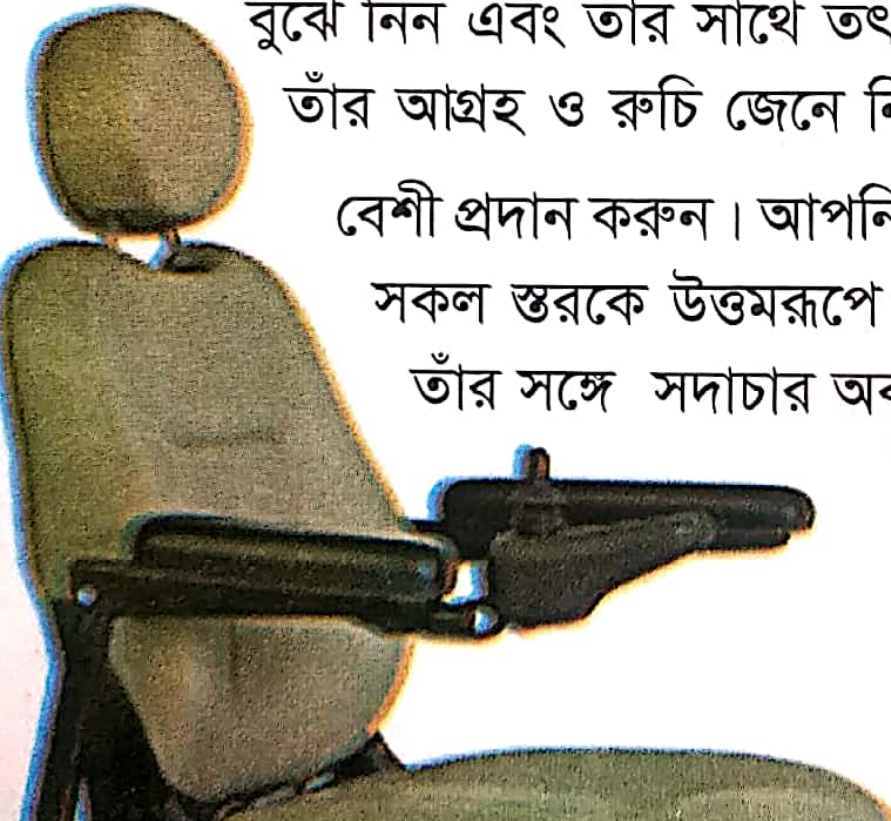
(১০৪)

পানাহারের আদব মেনে চলুন

মায়ের সামনে পানাহারের আদব মেনে চলুন। তাঁর মন যে সব খাবার খেতে ও পানীয় পান করতে চায়, সেগুলো এনে তাঁর সামনে পেশ করুন। তাঁর পছন্দের প্রস্তাবিত বস্তুর ব্যবস্থা করুন।

(১০৫)

মেয়েদের জন্য উচিত নয়

মেয়েদের জন্য দাম্পত্য জীবন নিয়ে ব্যাতি-ব্যস্ত হয়ে মায়ের ব্যাপারে উদাসিন ও বে-খবর হওয়া উচিত নয়। স্বামীর বন্ধন এবং সংসারকে তারা যেন মায়ের সেবা-যত্নের উপর প্রাধান্য না দেয়। যদিও অধিকাংশ সময় ছেলেরা মায়ের পাশে থাকে, তবুও মায়ের মনে মেয়েদের জন্য ভিন্ন ধরনের একটা টান ও অবস্থান থাকে। যে সব বিষয়ে মায়ের মনে খটকা লাগে, সে সব বিষয়ে মেয়েরাই তো তাঁর পরামর্শের পাত্র।

(১০৬)

খেলা-ধূলা করতে দিবেন না

পরিবারের লোকদের সাথে যখন সাক্ষাৎ করতে যাবেন, তখন আপনার ছেলে-মেয়েকে ঘরের আসবাব-পত্র নিয়ে খেলা-ধূলা করতে দিবেন না। কেননা, তাদের চলে আসার পর, মায়ের জন্য এগুলো পুনরায় সাজানোর প্রয়োজন হবে। এতে তিনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। এমনিভাবে লক্ষ্য রাখবেন, তারা যেন আসবাব-পত্র রাখার ফার্নিচার নষ্ট করতে না পারে। কারণ, এগুলো দিয়ে পুনরায় ঘর-বাড়ি সুসজ্জিত করতে মায়ের অনেক পরিশ্রম হবে। তাদের এরূপ উপদ্রুপ মাকে পিড়িত করবে এবং পেরেশান করে তোলবে। কিন্তু তিনি আপনার সুখ-শান্তির কথা বিবেচনা করে চুপ থাকবেন।

(১০৭)

মেয়েদের সতর্ক থাকা উচিত

মায়ের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে ছেলেরা তেমন একটা জানে না। সুতরাং মেয়েদের জন্য উচিত তারা যেন এ সব বিষয়ে সতর্ক থাকে এবং মায়ের জন্য এগুলোর ব্যবস্থা করে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে, কালের বিবর্তনে আমরাও এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হব। আমাদের সঙ্গে বৃদ্ধাবস্থায় তেমন আচরণ করা হবে, যেমন আমরা আমাদের মা-বাবার সঙ্গে করব। অন্তত এই দিকটি বিবেচনায় রেখে আমাদের উচিত মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণ করা।

(১০৮)

অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিন

আপনার ছেলে-মেয়ে যখন ঘরের কোন আসবাব-পত্র কিংবা মূল্যবান কোন বস্তু নষ্ট করতে থাকে, তখন এই বিঘ্নতামূলক কাজ বন্ধ করতে নিজ থেকেই অতি দ্রুত পদক্ষেপ নিন। কোনটা নষ্ট করে ফেললে তার চেয়ে আরো ভালটা এনে দিন।

(১০৯)

অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মন-মেজায

অসুস্থ থাকা অবস্থায় মানুষের মন-মেজায পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের জন্য উত্তম কাজ হবে অসুস্থ হলে মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া এবং মন-মেজায ভাল রাখার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করা। তবে তখন আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, বাচ্চাদেরকে একত্র করে যেন মাকে বিরক্ত করে না তুলি এবং কষ্ট না দেই।

(১১০)

যদি নাতী-নাতনীর সংখ্যা বেশী হয়

যদি নাতী-নাতনীর সংখ্যা বেশী হয়, তাহলে অতি উত্তম কাজ হবে, মায়ের সাথে সাক্ষাতের দিনগুলোকে পালাক্রমে নির্ধারণ করলে। কেননা, এটা যুক্তিসঙ্গত নয় যে, একই দিনে সব ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনী তাঁর নিকট ভিড় জমাবে। (আর অন্য দিন একেবারে শূন্য থাকবে) কেননা, তিনি তাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে অপারগ হয়ে পরবে অথচ তাদের ভালবাসা তাঁকে এই অপারগতা ও কষ্ট প্রকাশ করতে দিবে না।

(১১১)

যাদের সন্তান বেশী

যাদের সন্তানের সংখ্যা বেশী তাদের জন্য উচিত উপযোগী কোন স্থানে একত্র হওয়া। যেমন ধরুন, কোন বিশ্রামাগারে, খোলামেলা কোলাহল মুক্ত সুন্দর কোন জায়গায়, কিংবা কোন বাগানে। এর কারণ হচ্ছে, বৃদ্ধাকালে মায়েরা বাচ্চাদের শোরগোল-হৈচৈ সহ্য করতে পারেন না।

(১১২)

মায়ের জন্য কিছু ওয়াকফ করা

মায়ের জন্য কিছু ওয়াকফ করা একটি যথাপোযোগী কাজ। এটি সন্তানদের পক্ষ থেকে হাদিয়ার ন্যায় পেশ করা হবে। তাছাড়া এটি মায়ের ঋণ পরিশোধের একটি অংশও বটে।

যে সকল বিষয় শান্তি বয়ে আনে এবং দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও দুঃখ-দুর্দশা দূরে করে, তার মধ্যে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও দান-সদকা করা অন্যতম।

'আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।'

[সূরা বাকারা : ২৫৪]

(১১৩)

একেক সন্তানের একেক গুণ

সন্তানদের মধ্যে একেকজনের একেকরকম গুণ থাকে। একজনের একটি গুণ থাকে যা অপরজনের থাকে না। তাদের কেউ কেউ হয় পরিশ্রমী। কেউবা হয় সঠিক বিবেচনার অধিকারী।

আবার কেউবা হয় আনন্দদাতা ইত্যাদি। সুতরাং কতইনা উত্তম হবে প্রতিটি সন্তান যদি মায়ের মহব্বত-ভালবাসার জন্য স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী হয় এবং সেই গুণগুলোর মাধ্যমে মাকে সাহায্য করে, মায়ের সুখের জন্য সেগুলো কাজে লাগায়।

(১১৪)

তবে সন্তানের জন্য মায়ের ক্ষেত্রে নয়

"অনেক দিন পরপর সাক্ষাৎ করলে, মহব্বত বৃদ্ধি পায়" কথাটি বিভিন্ন অবস্থায় সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে সন্তানের জন্য মায়ের ক্ষেত্রে নয়। কেননা, মা তাঁর সন্তানদেরকে দেখে বিরক্ত হন না। অতএব আপনি যদি মায়ের অন্তরে আপনার মহব্বত বৃদ্ধি করতে চান, তবে সব সময় দেখা-সাক্ষাৎ বজায় রাখুন।

(১১৫)

যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্র-পাতি

মাকে যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্র-পাতি ও আসবাব-পত্র প্রদান করুন। (যেমন, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি) সেই সাথে তাঁকে এগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি এবং এগুলো দিয়ে উপকৃত হওয়ার পন্থা শিক্ষা দিন। এগুলোর খরচপাতি ও বিল আপনি নিজেই পরিশোধ করুন। এতে করে আপনি মায়ের সেবার সাওয়াব পাবেন এবং যারা এর মাধ্যমে যোগাযোগ করবে, তাদেরও সাওয়াব পাবেন।

বনু খাসআম গোত্রীয় এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কোন কাজটি আল্লাহর অধিক প্রিয়? রাসুল বললেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস। লোকটি বলল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন মিলন। *(আবু ইয়ালা)*
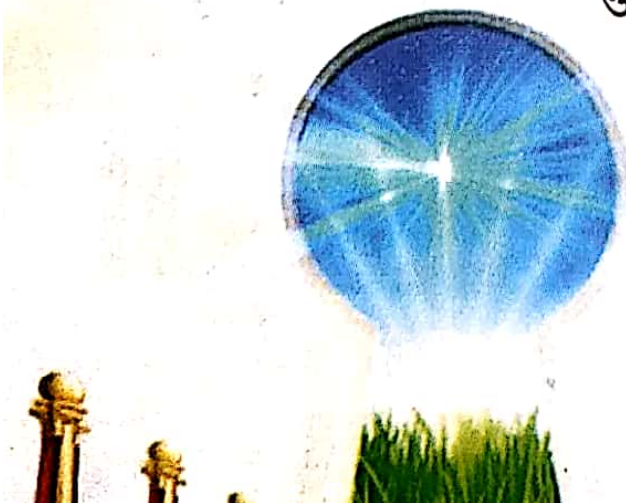
(১১৬)
মা যদি নিজেই মোবাইল ব্যবহারের সামর্থ রাখেন

মা যদি নিজেই মোবাইল ব্যবহারের সামর্থ রাখেন, তাহলে আপনার জন্য উত্তম হবে তাঁর জন্য সুন্দর ভাষ্য নির্বাচন করা এবং সেখান থেকে তা তাঁর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই এটি মায়ের মনে গেথে থাকবে এবং তাঁর নৈকট্য বৃদ্ধি করবে।
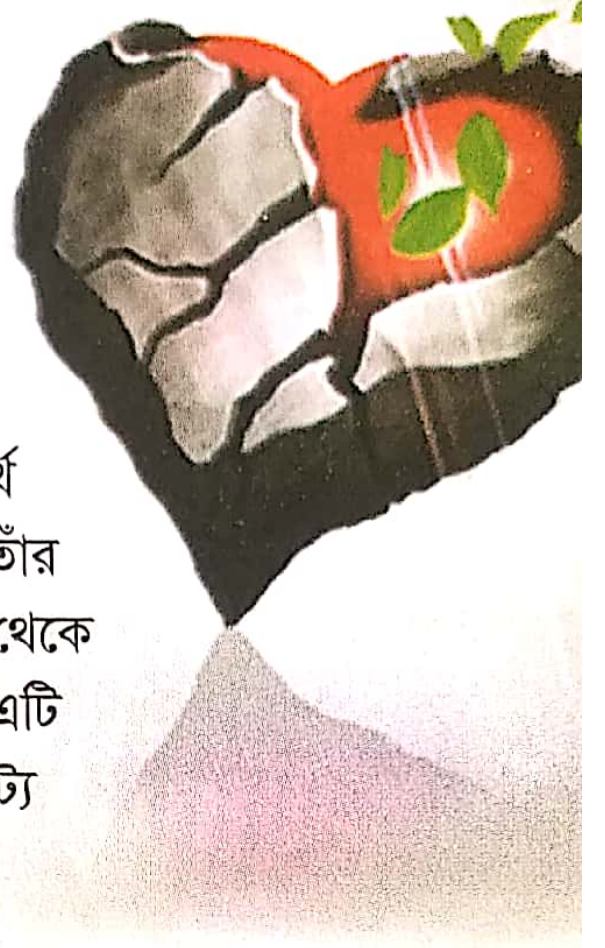
(১১৭)
তাঁর বান্ধবীদের জন্য কিছু হাদিয়া

মা যখন বয়োবৃদ্ধা হয়ে যান, তখন মাঝে মাঝে তাঁর বান্ধবীদের জন্য কিছু হাদিয়া সংগ্রহ করা যেতে পারে তাঁর জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে। আর সেগুলোর প্যাকিং সম্পূর্ণ করা হবে চিত্তাকর্ষক ডিজাইনে। আর তা হবে এ জন্য যে, মা যেন এগুলো তাঁর বান্ধবী ও পরিচিতদেরকে হাদিয়া দিতে পারেন।

'যেসব নারী-পুরুষ দান করে।' *[সূরা আহযাব : ৩৫]*

'যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে, তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের ন্যায়, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর তা দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট।' *[সূরা বাকারা : ২৬৫]*

(১১৮)

তড়িঘড়ি করে কথা বলবে না

সন্তানদের জন্য উচিত হবে, যদি তারা মায়ের সাথে সালাম আদান-প্রদানের জন্য যোগাযোগ করে, তাহলে তড়িঘড়ি করে কথা বলবে না। বরং ধীরস্থিরভাবে কথা বলবে। মায়ের কাছ থেকে তাঁর চাওয়া-পাওয়া শুনবে। সুতরাং আমাদের জন্য সমীচীন হচ্ছে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা। তাঁর নিকট আমাদের জীবনের সুন্দর সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করা। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে নিশ্চিন্ত করা। আর এগুলো সব করতে হবে কথা দীর্ঘ হয়ে গেলে বা সময় স্বল্প হলে বিরুক্তিবোধ, অসন্তোষ এবং ছাড়াই। এমনিভাবে তিনি নিজ থেকে কথা শেষ করার পূর্বে কথা বলা শেষ না করা।

(১১৯)

কথা বলার আদব মানা

মা যে মজলিসে থাকেন, সেখানে আমরা কথা বলার আদব-কায়দা মেনে চলব। সেখানে উঁচু স্বরে কথা বলব না, তর্কবিতর্ক ও কথা কাটাকাটি করব না। আর না এমন কোন বিষয় উল্লেখ করব, যেটা মা অপছন্দ করেন। 'আপনি' শব্দ ব্যবহার করবেন। মার কথা পুরো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কথার মধ্যে কথা বলবেন না। কথা শেষ হওয়ার পর যদি কোনও কথা বুঝে না আসে তাহলে জিজ্ঞেস করে নিবেন।

(১২০)

আপনার সফরের স্মৃতি থাকবে

যখন আপনি সফর থেকে ফিরে আসেন, তখন মাকে এমন কিছু হাদিয়া দিন, যা আপনি সে এলাকা থেকে নিয়ে এসেছেন, যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাহলে নিশ্চয়ই এই হাদিয়ার মধ্যে মায়ের জন্য আপনার সফরের স্মৃতি থাকবে এবং আপনার প্রত্যাবর্তন তাঁর জন্য আনন্দ বৃদ্ধির কারণ হবে।

(১২১)

এটি একটি মনোমুগ্ধকর পদক্ষেপ

যে সব জায়গায় আপনার মা ছোটবেলায় বসবাস করেছেন, অথবা দাম্পত্যজীবনের প্রথম দিনগুলো কাটিয়েছেন, সে সব জায়গার একটা বিশেষ অবস্থান রয়েছে। আমরা কি কখনো তাঁকে সে জায়গায় নিয়ে যাওয়ার এবং তাঁকে সেখানকার সুদিনগুলোর কথা আলোচনা করতে দেওয়ার বিষয়ে ভেবে দেখেছি? এটি একটি মনোমুগ্ধকর পদক্ষেপ, যা মাকে তাঁর ছোট বেলার কিংবা যৌবনকালের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।
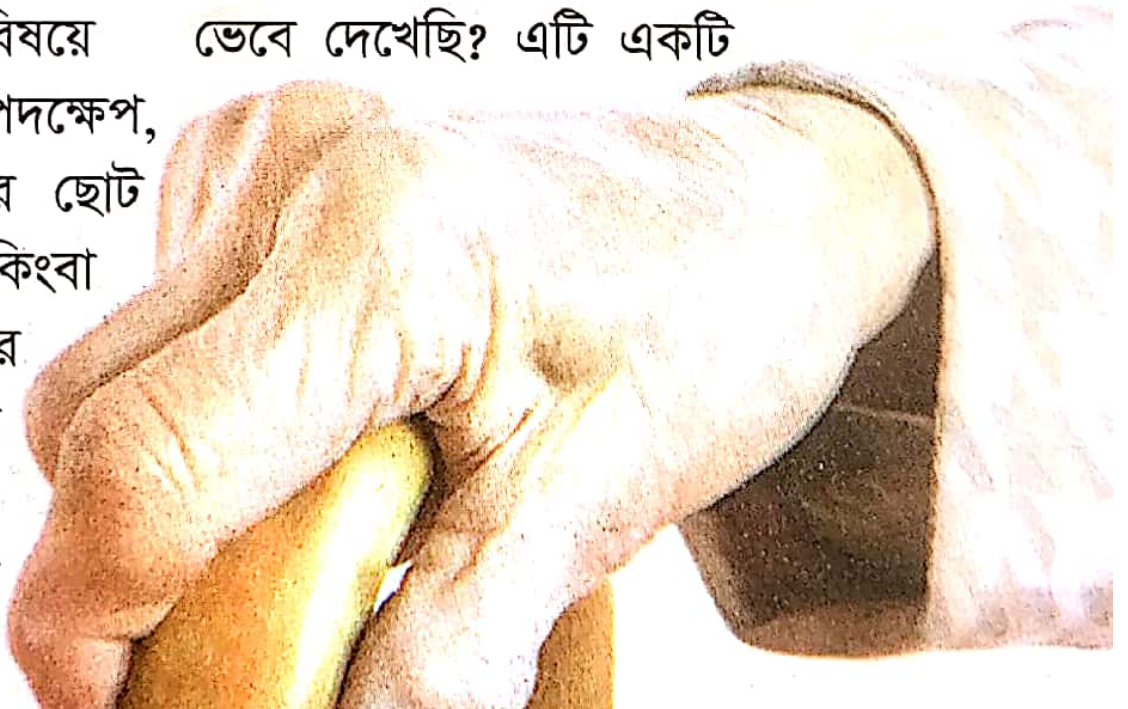
(১২২)

আমাদের জন্য উচিত

ভাই-বোনদেরকে মায়ের আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের মাঝে প্রতিযোগিতার আগ্রহ ছড়িয়ে দেওয়া মা ও সন্তানদের জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং আমাদের জন্য ভাই-বোনদেরকে এই ফযিলত শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(১২৩)

যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যান

যদি পিতা-মাতা একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যান, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাঁদের কারো বিপক্ষে এমন কিছু করবেন না যা তিনি অপছন্দ করেন।

(১২৪)

যাতে সংসারের নৌকা রক্ষা পায়

পরিবারে কোন পারিবারিক সমস্যা দেখা দিলে, কূটনৈতিক পদ্ধতিতে কার্যকর ভূমিকা পেশ করুন যাতে সংসারের নৌকা রক্ষা পায়।

(১২৫)

যদি অন্যের বিবাহবন্ধনে

যদি আপনার "মা" আপনার পিতা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে তাঁকে যথাযথ সম্মান করবেন এবং তাঁর সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আর মাতাকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও উপযোগী সময়ে নানান প্রকার হাদিয়া-তুহফা প্রদান করবেন। এতে মায়ের মন প্রশান্তি লাভ করবে।

(১২৬)

তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন

যদি মা আপনার পিতা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে সেই লোককে যথাপোযুক্ত সম্মান দেখাবেন। আপনার কোন কোন বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করবেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন।

(১২৭)
যোগাযোগ করুন

যারা আপনার মাকে মায়া-মহব্বত ও সম্মান করে, তাদের সাথে টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন। আপনার মাকেও তাদর সাথে যোগাযোগ করতে দিন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–
সকল আদমসন্তানের আমল প্রতি বৃহস্পতিবার (জুমুআর রাত) উপস্থাপন করা হয়, তখন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীর আমল অগ্রাহ্য থেকে যায়। *[মুসনাদে আহমদ : ১০২৭২]*

(১২৮)
সংকির্ণতার পরিচয় দিবেন না

যখন মা বার্ধক্যে উপনিত হন, তাঁর দুর্বলতার প্রতি সদয়বান হোন। চলার সময় তাঁর হাত ধরে সাহায্য করুন। তাঁকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রদান করুন। তাঁর সাথে সংকির্ণতার পরিচয় দিবেন না এবং সহযোগিতায় ত্রুটি করবেন না।

(১২৯)
যদি পত্রিকা পড়তে আগ্রহী হন

মা যদি পত্রিকা-ম্যাগাজিন পড়তে আগ্রহী হন, তাহলে তাঁর জন্য উপযোগী হয় এমন একটি পত্রিকা পড়ার ব্যাবস্থা করে দিন।

(১৩০)
যদি বিপরীত মতামত প্রকাশ করেন

যদি আপনার মা আপনার মতামতের বিপরীত মতামত প্রকাশ করেন, তাহলে নিজের মতামতের উপর অবিচল থাকবেন না ও পক্ষপাতিত্ব করবেন না। বরং তাঁর সমস্ত মতামত গ্রহণ করুন, যদিও তা ভুল হয়। তবে যদি তাঁর মতটি আল্লাহ তাআলার নাফরমানি জাতীয় হয় তাহলে মানা যাবে না। তবে এ ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করুন, আপনার মতামতকে এমনভাবে প্রাধান্য দিতে যেন তাকে তাঁর প্রবৃত্তির পক্ষপাতিত্ব এবং ভ্রান্তির ছায়ায় আশ্রয় নেওয়া থেকে দূরে রাখে।

(১৩১)
চাওয়ার পূর্বেই উপস্থিত করবেন

সব সময় মায়ের নিকট তাঁর প্রয়োজনীয় মালামাল পেশ করুন। তাঁকে আপনার নিকট এগুলো চাওয়ার সুযোগ দিবেন না। বরং চাওয়ার পূর্বেই উপস্থিত করবেন।

(১৩২)
মূল্য নিবেন না

যখন মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ক্রয় করেন কিংবা তাঁর আবশ্যকীয় বস্তু এনে দেন তাহলে এগুলোর মূল্য নিবেন না। বরং এগুলো তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দিবেন।

(১৩৩)
যদি মা ব্যাংকিং একাউন্টে কাজ করতে সক্ষম হন

যদি মা ব্যাংকিং একাউন্টে কাজ করতে সক্ষম হন, তাহলে তাঁর জন্য একটি বিশেষ ব্যাংক একাউন্ট খুলে দিন। সেই সাথে তাঁকে শিখিয়ে দিন যে, তিনি কিভাবে মুদ্রার মেশিনারির সাথে কিভাবে কাজ করবেন। সুতরাং আপনি যেন তাঁকে এর কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করলেন।

(১৩৪)
যদি কোন অপরাধ করে ফেলেন

যখন আপনি মায়ের হকের ব্যাপারে কোন অপরাধ বা ত্রুটি করে ফেলেন, তাহলে তাঁর নিকট যে লোকটি খুব সম্মানিত, তাকে মধ্যস্থতাকারী বানান। যাতে করে মা আপনার ওযর গ্রহণ করেন এবং আপনার উপরাধ ক্ষমা করেন।

(১৩৫)
তাঁর বার্ধক্য উপলব্ধি হয়

যখন মায়ের বয়স ভারি হয়ে যায়, তাঁর ক্ষেত্রে এমন কোন শব্দ বা উপাধি ব্যবহার করবেন না, যেটির কারণে তাঁর বার্ধক্য উপলব্ধি হয়। সুতরাং বৃদ্ধা, বয়স্কা, বুড়ি এ সব শব্দ তাঁকে কখনো দুঃচিন্তায় ফেলতে পারে, কখনো বা মনে আঘাত দিতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

গোস্বার বহিঃপ্রকাশ প্রকৃত বীরত্ব নয়; গোস্বাকালে নিজেকে সংযত রাখাই প্রকৃত বীরত্ব। *[বুখারী]*

(১৩৬)

সরাসরি উপদেশ নয়

যখন আপনি আপনার পিতার সাথে মায়ের দাম্পত্য জীবনে মাকে এমন কোন হস্তক্ষেপ করতে দেখেন, যে হস্তক্ষেপর প্রতি আপনি সন্তুষ্ট নন, তাহলে মাকে সরাসরি উপদেশ দিবেন না। বরং সে বিষয়ে তাকে এমন কোন পন্থায় সতর্ক করুন যাতে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত না লাগে।

(১৩৭)

আপন জীবনে বাস্তবায়িত করুন

সব সময় মাকে রাযি-খুশী রাখার জন্য নতুন নতুন মাধ্যম নিয়ে ভাবুন। আপনার আশপাশের যে সকল লোক পিতা-মাতার অনুগত, তাদের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে চিন্তা করুন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণা লেখে রাখুন। আর মায়ের বেলায় তা আপন জীবনে বাস্তবায়িত করুন।
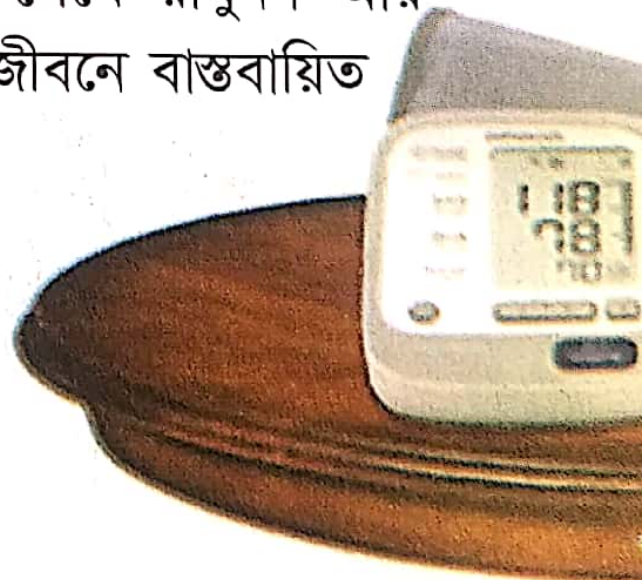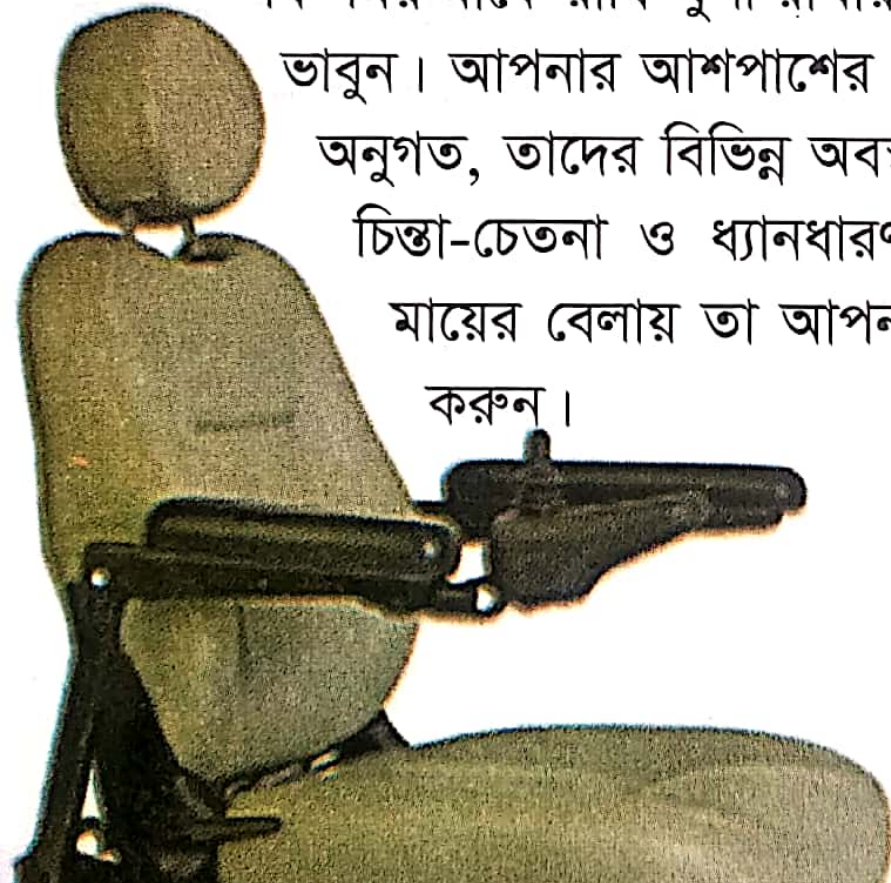
(১৪০)
কথা কাটবেন না

কখনো মায়ের কথাকে কাটবেন না ও খণ্ডন করবেন না। তাঁর কথার মাঝে অনায়েসেই আপনার কথা শুরু করবেন না। তিনি আপনার সাথে কথা বলা অবস্থায় আপনি অন্যের কথার দিকে কান দিবেন না। আপনার কর্ণ তাঁর অনুগামী করুন এবং আপনার কলম তাকে প্রদান করুন।

(১৪১)
মায়ের সেবা-যত্নের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীস পড়ুন

সব সময় মায়ের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের ফযীলত সম্পর্কীয় হাদীস এবং মায়ের সাথে নেককার ও বুযুর্গদের সদাচরণ ও কুরবানীর ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। তাতে মায়ের সেবা-যত্ন ও তাঁর জন্য কঠিনতর কুরবানী করার হিম্মত সৃষ্টি হবে।

(১৪২)
কাউকে মায়ের অবাধ্যতা করতে দেখলে

যখন কাউকে মায়ের অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে লিপ্ত দেখেন, তখন এই দুআ পড়ুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى عَافَانِى مِمَّا ابْتَلَاهُ بِهٖ তাহলে এটি অন্যের বিপদে

আনন্দিত হওয়ার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

(১৪৩)

যে মজলিসে 'মা' থাকেন

মজলিসে মায়ের দিকে পিঠ দিয়ে বসবেন না। আপনার সামন থেকে তাঁকে দূরে সরাবেন না। আপনি এব্যাপারেও সন্তুষ্ট থাকবেন না যে, আপনার মা মজলিসের সকলের শেষে থাকুন। আপনি মজলিসে মায়ের সবচেয়ে নিকটে থাকার প্রতি আগ্রহী থাকবেন এবং তাঁর খেদমতে সকলের তুলনায় আপনিই দ্রুত এগিয়ে যাবেন।

(১৪৪)

অভ্যাসে পরিণত করুন

যখন মা কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন নিজ হাতে তাঁর জুতো এগিয়ে দিন; তাঁর ব্যবহার করতে দিবেন না। তাঁর সামনা-সামনি হতে আনন্দ বোধ করুন। আর এটিকে তাঁর সাথে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন।

(১৪৫)
আপনি হোন প্রথমব্যক্তি

যারা মায়ের খোঁজ-খবার নেয়, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায়, কিংবা কোন কষ্ট বা বিপদের কারণে সমবেদনা জানায়, আপনি তাদের মধ্যে সর্বশেষজন হবেন না। (বরং প্রথমজন হবেন।) এক্ষেত্রে আপনিই দ্রুত এগিয়ে যাবেন। এটি তাঁর নিকট আপনার গুরুত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

(১৪৬)
মা যদি কখনো ধমক দেন

মা যদি কখনো আপনাকে ধমক দেন কিংবা আপনার উপর রাগান্বিত হন, আপনি এর কোন উত্তর দিবেন না। সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে আপনার মূল অবস্থান প্রকাশ করবেন না। বরং ধৈর্য ধরুন এবং যথা উপযুক্ত সুযোগ খোঁজতে থাকুন আপনার সেই অবস্থানের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, যে কারণে তিনি রাগান্বিত হয়েছেন। আর যদি বাস্তবিকপক্ষে আপনারই ভুল হয়ে থাকে তবে ওযুর পেশ করুন এবং তাঁর কপালে চুমু খান ও ক্ষমা চান।

(১৪৭)
কতক মায়ের অতিদ্রুত রাগান্বিত হওয়ার ব্যাধি রয়েছে

কতক মায়ের অতিদ্রুত রাগান্বিত হওয়ার ব্যাধি রয়েছে। আপনার মা যদি এমন হয়ে থাকেন, তাহলে ধৈর্যধারণ করুন। তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হবেন না। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে মায়ের এই ব্যাধির নিরাময় চান এবং আল্লাহর নিকট আবেদ করুন তিনি যেন, আপনার এই ধৈর্যের বিনিময়ে নেকের পাল্লা ভারি করে দেন।

(১৪৮)
একটি কাগজে সবগুলো গুণ লিখুন

মায়ের সবগুলো গুণ একটি কাগজে লিখুন। অতপর প্রত্যেক এমন পদ্ধতি লিখুন, যেটি অবলম্বন করে আপনি মায়ের মন জয় করতে পারবেন এবং মায়ের সেবা করতে পারেন। মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের উত্তম কৌশলগুলো প্রয়োগ করে আপনি তখনই সফল হবেন, যখন আপনি কারও সাথে এমন আচরণ করবেন যে, তার কাছে মনে হবে সে-ই আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার মায়ের সাথে আপনার আচরণ এমনই সুন্দর, এমনই মমতাপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ হওয়া চাই, যাতে তিনি অনুভব করতে বাধ্য হন যে, এমন চৌকস আচরণ আপনি তিনি ছাড়া আর কারও সাথে করেন না।

(১৪৯)

যাদের মা নেই

আপনার আশপাশের লোকদের কথা চিন্তা করুন। যাদের মা নেই তাদের কথা ভেবে দেখুন। নিশ্চয়ই তারা অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিৎ হয়েছে। সুতরাং মায়ের সেবার ক্ষেত্রে কেন ত্রুটি? অথচ আপনার সামনে সর্বাক্ষণ সেবার দরজা খোলা। বিধায় এ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার পূর্বেই যথাযথভাবে কাজ আঞ্জাম দিন।

(১৫০)

পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব স্থাপন করুন

মা যখন অসুস্থ হন, তখন আপনার সকল সফর বিলম্ব করুন। সব বন্ধন ও যোগাযোগ বাতিল করুন। শুধু মায়ের প্রতি আপনা পূর্ণ মনোযোগ ও গুরুত্ব স্থাপন করুন।

শেষ আরয

প্রিয় ভাইয়েরা! জীবনযাত্রায় মায়ের বেলায় লক্ষণীয় এই একশত পঞ্চাশটি পয়েন্ট। এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করুন, যাচাই-বাছাই করুন। তারপর যে ক'টি আপনার জন্য সুসঙ্গত মনে হয়, সে ক'টি আপনি মায়ের সাথে আপনার আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মিলিয়ে নিন।

আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে আমাদের আদর্শ। যে ব্যক্তি তাঁর জীবনচরিতের পাতা উল্টাতে থাকবেন, তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, উন্নত আচার-ব্যবহার প্রয়োগে নবীজী অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি সবাইকে সম্মান করতেন; গুরুত্ব দিতেন; তাদের সাথে একমত হতেন বা তাদেরকে একমত করতেন; সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। যার সাথেই নবীজীর কথা হত, সে মনে করত নবীজী তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। ফলে সেও নবীজীকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত।

জ্ঞানে-গুণে, মেধা ও প্রতিভায় প্রসিদ্ধ চারজন আরব মনীষার অন্যতম ছিলেন আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু। নিজ গোত্রের নেতা ছিলেন তিনি। ইসলাম গ্রহণের পর যখনই তাঁর সাথে কোন রাস্তায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হত, তখনই তিনি নবীজীর চেহারায় সজীবতা, আনন্দ ও ভালোবাসার নিদর্শন দেখতে পেতেন। যখনই তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন মাহফিলে শরীক হয়েছেন, তখনই তিনি ইজ্জত, একরাম ও সৌভাগ্যের অভিনন্দন পেয়েছেন। নবীজী তাঁকে সবসময় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় নামটি ধরে ডাকতেন।

এই নিপুণ আচরণ, এই অপরিসীম গুরুত্ব, সবসময়ের এই অনুমপম মুচকি হাসির কারণে আমরের ধারণা হয়েছিল, নবীজী হয়তো তাঁকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তিনি এই বিষয়ে একটু নিশ্চিত হতে চাইলেন।

এজন্য তিনি একদিন নবীজীর কাছে এলেন। বসলেন তাঁর কাছে।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে?

নবীজী জওয়াব দিলেন–

আয়েশা।

আমর বললেন, না; ইয়া রসুলাল্লাহ! পুরুষদের মধ্য থেকে। আপনার পরিবার নিয়ে প্রশ্ন করিনি।

নবীজী বললেন–

আয়েশার বাবা।

আমর বললেন, তারপর কে?

নবীজী বললেন–

তারপর উমর ইবনে খাত্তাব।

আমর আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে?

নবীজী তখন ইসলাম গ্রহণ ও দীনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিচারে অগ্রবর্তী কয়েক জনের নাম বলা শুরু করলেন, অমুক; তারপর অমুক... ।

আমর বলেন, আমি কথা শুনে নীরব হয়ে গেলাম। তার কারণ, নবীজী যদি আমার নাম তালিকার শেষে নিয়ে যান।

দেখুন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখলাকী নৈপুণ্য প্রয়োগ করে কীভাবে আমরের হৃদয় আচ্ছন্ন করেছেন। নবীজী মানুষকে তাদের মর্যাদা বুঝে সম্মান করতেন। মানুষের জন্য তিনি জরুরী কাজ মুলতবী করে দিতেন। তাদের প্রতি নবীজীর অন্তরে কতটা ভালোবাসা ও সম্মান আছে, সে কথা যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে।

অনেকে মনে করে, মানুষের বিশেষ স্বভাব, যার উপর তারা বড় হয়, যার উপর তাদেরকে অন্যরা চেনে এবং যার উপর ভিত্তি করে তাদের ব্যাপারে অন্যদের কল্পকাঠামো তৈরী হয়, সেটা তাদের জন্য আবশ্যক, এবং সেটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ফলে তারা এই স্বভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এর উপরই সন্তুষ্ট থাকে। একেবারে সেভাই, যেভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় দেহের উচ্চতা ও গায়ের রঙের কাছে, যেগুলো কখনও বদলানো যায় না।

অবশ্য যারা সচেতন, তারা মনে করেন, স্বভাব পরিবর্তন করা পোশাক পরিবর্তন করার চেয়েও সহজতর। তার কারণ, আমাদের স্বভাবচরিত্র পড়ে যাওয়া দুধের মত নয় যে, তা আর একত্র করা যাবে না। স্বভাব-চরিত্রের বাগডোর তো আমাদের হাতেই। আমরা বরং বিশেষ কিছু পন্থা অবলম্বন করে শুধু মানুষের স্বভাব নয়, তাদের বিবেক পর্যন্ত বদলে দিতে পারি।

ইবনে হাযম তার 'তাওকুল হামামা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, স্পেনে এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল। একবার তার সাথে অন্য চার জন ব্যবসায়ীর বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা নিল সিদ্ধান্ত নিল যে, যেকোন মূল্যে তাকে উচিত শিক্ষা দিবে।

একদিন সকালে লোকটি সাদা জামা গায়ে দিয়ে এবং সাদা পাগড়ি মাথায় জড়িয়ে দোকানের উদ্দেশে রওয়ানা হল।
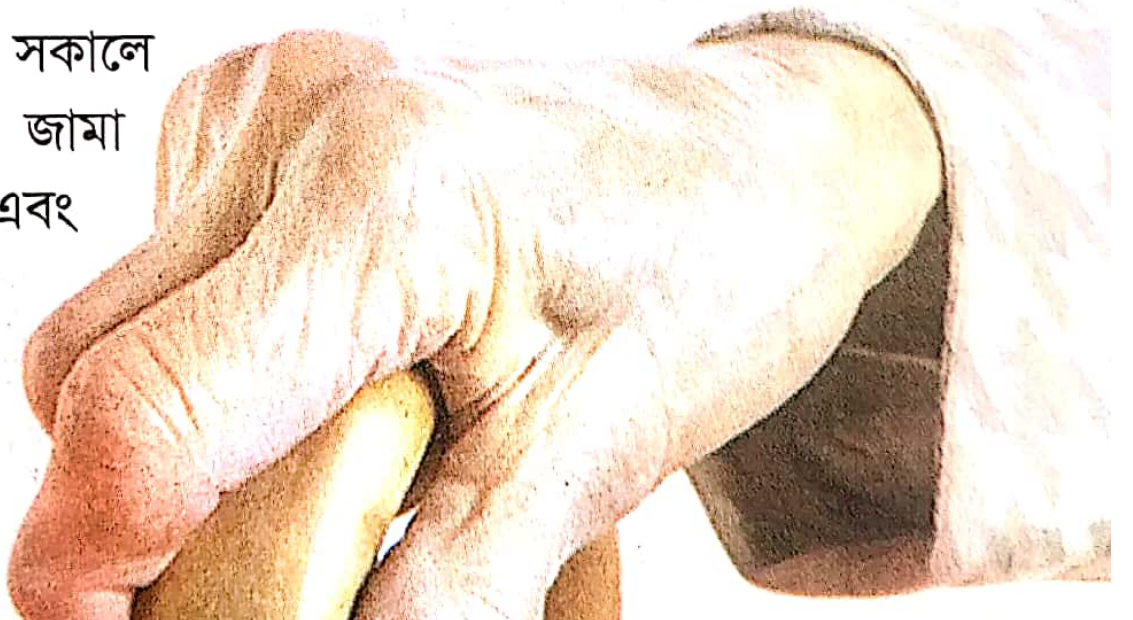
সেই চারজন থেকে একজনের সাথে রাস্তায় দেখা হল তার। প্রথমে সে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তারপর পাগড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এই হলুদ পাগড়িতে আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে।

ব্যবসায়ী বলল, অন্ধ হয়েছ? এটা তো সাদা পাগড়ি।

লোকটি বলল, না; এটি হলুদ। হলুদ, তবে অনেক সুন্দর।

ব্যবসায়ী কোন পরওয়া করল না। তাকে ছেড়ে সামনে এগিয়ে চলল। কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পরই দেখা হল সেই চারজন থেকে আরেক জনের সাথে। সেও তাকে আগে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর পাগড়ির দিকে নজর দিয়ে বলল, আজ আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। লেবাস খুব পরেছেন খুব জুতসই। বিশেষত আপনার এই সবুজ পাগড়িটা।

ব্যবসায়ী বলল, আরে ভাই! পাগড়ি তো সাদা।

লোকটি বলল, না; জনাব! সবুজ।

ব্যবসায়ী বলল, নারে ভাই! সাদা। এখন আমার পথ ছাড়ো; আমাকে যেতে দাও।

বেচারা ব্যবসায়ী বিড়বির করতে করতে এগিয়ে চলল। পাগড়িটি সাদা, একথা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কাঁধের উপর পড়ে থাকা পাগড়ির শিমলা বারবার দেখল। দোকানে গিয়ে পৌঁছার পর তালা খুলতে লাগল সে। ইতোমধ্যে

এসে উপস্থিত হল তৃতীয় জন। সে বলল, বাহ! কতই না সুন্দর আজকের সকাল! বিশেষত আপনার লেবাস ভারী চমৎকার। তবে আপনার এই নীল পাগড়িটা আপনার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

ব্যবসায়ী রং পরখ করার জন্য একবার পাগড়ির দিকে দেখল। তারপর চোখ ডলে দৃঢ়তার সাথে বলল, আরে ভাই! আমার পাগড়ি সাদা; সাদা।

লোকটি বলল, না; আসলেই নীল। তবে দুঃচিন্তার কারণ নেই; অনেক সুন্দর লাগছে।
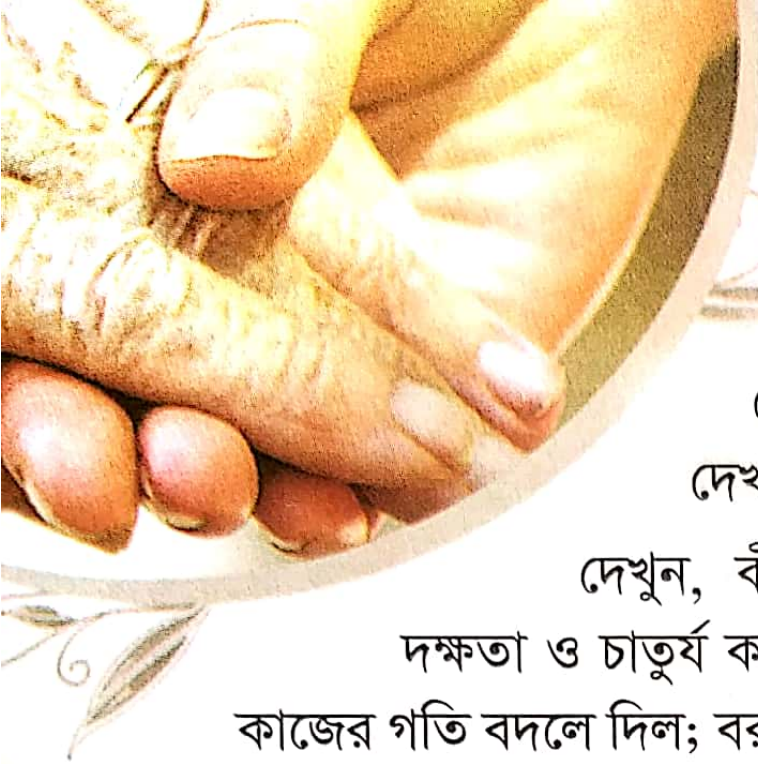
একথা বলে সে সালাম করে চলে গেল। তবে ব্যবসায়ী নিশ্চুপ থাকতে পারল না। সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, না, না; আমার পাগড়ি সাদা; আমার পাগড়ি সাদা।

সে বার বার পাগড়ির দিকে দেখতে লাগল। নাড়তে থাকল পাগড়ির কোণা ধরে। সে দোকানে একটু বসল; কিন্তু পাগড়ি থেকে নিজের দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। এরই মধ্যে চতুর্থ জন দোকানে এসে প্রবেশ করল। সে বলল, স্বাগতম! মা-শা আল্লাহ। এই লাল পাগড়িটি আপনি কোত্থেকে খরিদ করেছেন?

এবার ব্যবসায়ী চিৎকার দিয়ে বলল, আমার পাগড়ি তো নীল। না; লাল। না; সবুজ। না; না; সাদা। না; বরং নীল... কালো।

এরপর সে হাসল। তারপর আবার চিৎকার দিল। এরপর কাঁদতে লাগল এবং বাইরের দিকে দৌড় দিল।

ইবনে হাযম বলেন, আমি পরবর্তীতে এই লোকটিকে স্পেনের রাস্তায় রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরতে দেখেছি। শিশু-কিশোররা তাকে দেখলে কাঁকর ছুড়ে মারত।

দেখুন, কীভাবে এই লোকগুলো তাদের দক্ষতা ও চাতুর্য কাজে লাগিয়ে লোকটির স্বাভাবিক কাজের গতি বদলে দিল; বরং তার দেমাগ বিকৃত করে পাগল বানিয়ে দিল। তা হলে আপনি কেন পারবেন না লেখাপড়া থেকে অর্জিত এবং কুরআন-হাদীসের আলো থেকে প্রাপ্ত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে জীবন সফল করতে?

আপনাকে পরামর্শ দিব, সাফল্যের জন্য নৈপুণ্য ও দক্ষতার সমন্বয় করুন।

এখন আপনি যদি বলেন, পারি না। তা হলে আমি বলব, চেষ্টা করে দেখুন।

আপনি যদি বলেন, এসব পথপন্থা আমি জানি না। তা হলে আমি বলব, শিখে নিন।

আমাদের মহানবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের হাদীস শোনেননি–

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَالْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ.

ইলম হাসিল হয় শিক্ষার মাধ্যমে; আর ধৈর্য হাসিল হয় অবলম্বনের মাধ্যমে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করব, তিনি যেন আমাদেরকে মায়ের সেবা-যত্ন ও তার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা করেন। আমীন।

ড. সুলাইমান সাকির
মাকে
খুশী করার
১৫০
উপায়